তিনটি মৃত মানুষ

ইডেন ফিল্‌পট্‌স্‌

BanglaBook.org

তিনটি মৃত মানুষ

□ Three Dead Men □

ইডেন ফিল্‌পট্‌স্‌

॥ ১ ॥

সত্যসন্ধানী মাইকেল দুভীন যখন একটা বিশেষ কাজ নিয়ে আমাকে ওয়েষ্টইণ্ডিজ যাবার আমন্ত্রণ জানালেন, তখন আমি অতিমাত্রায় খুশি হলাম, কারণ সময়টা ছিল জানুয়ারীর শেষের দিক, লণ্ডনের আবহাওয়া ছিল জঘন্য, আর তাই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অন্তত কয়েকটা সপ্তাহ কাটাবার সম্ভাবনাটা খুবই আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দিল।

দুভীন বুঝিয়ে বললেন, "সেখানে যাবার জন্য তারা আমাকে দশ হাজার পাউণ্ড দেবে, আর সমুদ্রে যদি দশ দিনের বেশী কাটাতে না হয় তাহলে আমি সানন্দে যেতে রাজী আছি। তুমি তো জান আমার শরীরেও এক ফোঁটা কালো রক্ত আছে এবং ইথিয়োপীয়দের প্রতি আমার সহানুভূতি সব সময়ই আছে। কিন্তু সমুদ্রে ও আমি পরস্পরের পরম শত্রু, এই বৃদ্ধ বয়সে আর নতুন করে সে শত্রুতা বাড়াতে চাই না। আমি অবশ্য তাদের বলেছি যে আমি এমন একজনকে সেখানে পাঠাব যার উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে ; আমিও এখান থেকে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টির উপর নজর রাখব ; আর আমরা যদি তাদের এই রহস্যের সমাধান করে দিতে পারি তাহলে পারিশ্রমিক হিসাবে পাঁচ হাজার পেলেই আমি খুশি হব ; তবে আমরা যদি অসফল হই তাহলে তোমার খরচপত্র ছাড়া আর কিছুই চাইব না। আজই আমি তারযোগে জেনেছি যে আমার শর্তে তারা সন্তুষ্ট ; সুতরাং আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আগামী বুধবারে তুমি রয়েল মেল স্টিম প্যাকেট 'ডন'-এ চেপে সাদাম্পটন থেকে যাত্রা কর।"

"খুশি হলাম চিফ।"

"এ ব্যাপারে তুমি যদি একটা কিছু করে উঠতে পার তাহলে সেটা হবে তোমার টুপিতে একটা নতুন পালক। তথ্য-প্রমাণগুলি জটিল ; তার উপর নির্ভর করে আসলে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে একটা অত্যন্ত আবছা মতও গড়ে তোলা যায় না। বস্তুত, সেই সব বস্তা বস্তা দলিলপত্র দিয়ে আমি তোমাকে গোলমালে ফেলে দিতে চাই না। তুমি খোলা, ফাঁকা মন নিয়ে বেরিয়ে পড় ; এই লম্বা ফিরিস্তি যদি তোমার হাতে দেই তাহলে বারবাডোজ পর্যন্ত সারা পথ তুমি এই নিয়ে মাথা ঘামাবে এবং হয়তো এমন কতকগুলি মন-গড়া ধারণা নিয়ে সেখানে পেঁছিবে যা তোমার কাজ শুরু

www.BanglaBook.org

করার পথে বাধার সৃষ্টি করবে। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা ফৌজদারি মামলা, আর তিনটি মৃত মানুষ এর সঙ্গে জড়িত, এবং মনে হয় জীবিত কোন মানুষই এর সঙ্গে জড়িত নয়। খুবই কৌতূহলজনক, আর কথাটা বলাই আমার উচিত, খুবই শক্ত ; কিন্তু এটা একটা ধারণামাত্র। তুমি নিজেই একটা সমাধান করতে পারবে, তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না ; অথবা তুমি আমাকে এমন অবস্থায় ফেলতে পার যে ইংলণ্ডে বসে আমাকেই সে কাজটা করতে হবে ; অথবা এমনও হতে পারে যে এ কাজে আমরা দুজনই মার খাব। যাবার আগে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করো, আর তোমার যাবার টিকিটটা আজই কেটে ফেলো, কারণ এ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যাত্রীর ভিড় খুব বেশী।

"আমাকে কোথায় যেতে হবে ?"

"বারবাডোজে যাবার দেশী জাহাজে। আমি যতদূর জানি, ঘটনাটা কেবল সেই দ্বীপেই ঘটেছে। তোমাকে যদি আরও ভিতরে যেতে হয় তো অবশ্যই যাবে। তোমার সৌভাগ্য কামনা করি বন্ধু। আশা করছি, এ কাজটা তোমার পক্ষে দরকারী হয়ে উঠবে, আর তোমার সাফল্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।"

মহান ব্যক্তিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, কারণ দুর্ভীনের প্রশংসা কালেভদ্রে পাওয়া যায়। তিনি কখনও মুখে প্রশংসা করেন না, তার তুষ্টি কাজের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। আমি ভাল করেই জানতাম, তার আন্তর্জাতিক সুনামের প্রতি আমি সুবিচার করতে পারব জেনেই এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের জন্য তিনি আমাকেই বেছে নিয়েছেন।

একপক্ষ কাল পরে এক সকালে "ডন"-এর নির্জন ডেকে বেড়াতে বেড়াতে চাঁদের আলো ও ভোরের আলোর এক অপূর্ব মিলন-দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিলাম। প্রায় চারটের সময় পুব দিকে তাকিয়ে দেখলাম গোলাপি রংয়ের একটা মৃদু ঢেউ এসে আকাশকে স্পর্শ করল, আর অতি দ্রুত সেটা বদলে গেল নিষ্কলুষ সাদা ও ফিকে জাফরান রং-এ। কিন্তু তখনও পর্যন্ত চাঁদই তার রাজ্যের রাণী ; তারাগুলি ঝকঝক করছে ; নকল 'দক্ষিণী ক্রুশ'টি সমান উজ্জ্বলতায় ঝিকমিক করছে, আর সত্যিকারের নক্ষত্রপুঞ্জটি সমুদ্রের উপরে দিগন্ত-রেখায় ঝিলমিল করছে। তারপর অতিদ্রুত আরও একটা পরিবর্তন ঘটল। পুবের আকাশে দেখা দিল গোলাপি আলোর বড় বড় স্তূপ আর ঝিলিক ; চাঁদের আলো আতপ্ত ও ম্লান হয়ে এল ; একে একে তারাগুলি নিভে গেল, আর ভোর এসে "দক্ষিণী ক্রুশ"কে গিলে ফেলল।

কিছু সময় যাবৎ বারবাডোজকে দেখা যাচ্ছিল, যেন একটা বিরাট সমুদ্র-রাক্ষস উড়ে চলেছে "রাগেড পয়েণ্ট" পাহাড়ের সাদা আলোর ঝলকানি এবং আরও দূরের সুউচ্চ অন্তরীপের মাথার উপরকার আলোক-স্তম্ভের লাল আলোর মাঝখান দিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে সূর্য আকাশের অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে এবং উজ্জ্বল আলোয় সব কিছুকে স্পষ্ট করে তুলেছে। আমি দেখতে পেলাম নীচু ঢেউ-খেলানো চাষের জমি, তার উপর মাইলের পর মাইল আখের ক্ষেত ; চোখে পড়ল বায়ু-কল, বাড়ি-ঘরের চিহ্ন, আর বাদামী রংয়ের চষা ক্ষেত ; তারও নীচে তীর বরাবর তালগাছের সারির পাশে প্রসারিত

www.BanglaBook.org

ব্রিজটাউন শহর—নীল সমুদ্রে ও রোদে-পোড়া তটরেখার পাশে সাদা রংয়ের সব বাড়ি-ঘর।

জাহাজটা রাজকীয় ভঙ্গীতে শ'খানেক হালকা জাহাজ ও উপকূলবর্তী নৌকোর ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে কালহিল উপসাগরকে পার হয়ে একটা ছোট যুদ্ধ-জাহাজের কাছে তার পতাকা চিহ্নটিকে একবার ডুবিয়ে তার কামানটা দেগে জানিয়ে দিল যে সে যথাসময়ে পেঁাছে গেছে।

মেহগেনি থেকে বাদামী, হলুদ থেকে সাদা নানা বর্ণের লোক-লস্করে পরিবৃত হালকা জাহাজগুলি অচিরেই আমাদের দিকে এগিয়ে এল, আর উপকূল-কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ডজন-ডজন ছোট নৌকো এসে আমাদের চারদিকে ভিড় করল। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে; বাষ্পচালিত কলগুলি হুস-হুস, ঝক্‌ঝক্‌ করছে; নানা লোকজন করমর্দন করে, বিদায় নিয়ে ছুটোছুটি করছে, মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে আর যাবার আগে সরকার মশায়দের হাতে কিছু গুঁজে দিচ্ছে।

তারপর আমি একটা চিরকুট পেলাম আর আমার ট্রাংক ও কিটব্যাগগুলি লাল রংয়ের কুশন-পাতা একটা সুন্দর ছোট ডিঙিতে নামিয়ে দেওয়া হল।

একটি সুদর্শন মানুষ তাতে বসে ছিল। সে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল আর দুটি নিগ্রো নৌকোটা টানতে টানতে তীরে নিয়ে গেল। গ্রীষ্মমণ্ডলের রোদে লোকটির রং তামাটে হয়ে গেছে, কিন্তু তার ধূসর চোখ, সুন্দর চুল আর কাটা-কাটা মুখই বলে দিচ্ছে সে একজন ইংরেজ। লোকটি লম্বা, সুগঠন, কালো পোশাকে সুসজ্জিত; সেই পোশাকে তার আকার ও পেশীবহুল দেহ অনেকটা ঢাকা পড়েছে। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হবারই কথা, কিন্তু বরবাডোজের জীবনযাত্রা তাকে কিছুটা বুড়িয়ে দিয়েছে, এবং সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি তার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়।

বিখ্যাত আখের ক্ষেত ও চিনি-কল "পেলিক্যান"-এর মালিক আমোস স্ল্যানিং ডিঙি চলতে চলতেই অনেক কথা বলল; তার সব কথাই কাজের কথা এবং যে কাহিনীটি সে আমাকে পরে শোনাল তার ভূমিকা হিসাবেই সে কথাগুলি আমার কাজে লাগল।

সে বলল, "বারবাডোজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাকী অংশের মত নয়; তার একটা নিজস্ব শান্তিপূর্ণ ইতিহাস আছে। একটি ইংরেজ জাহাজ ১৬০৫ সালে এটি দখল করে, আর সেই থেকে এই দ্বীপটা কখনও হাত-বদল করে নি। আমরা এই দ্বীপটাকে "বিমশায়ার" বলে ডাকি; বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি এত অনুগত আর কোন অঞ্চল এখানে নেই। আমার পরিবারটি মহাবিদ্রোহের সময় থেকেই এই দ্বীপের সঙ্গে জড়িত, কারণ সেই সময় থেকেই অনেক ছত্রভঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী মানুষই এখানে পালিয়ে আসে; স্ল্যানিং পরিবারও সেই দলে ছিল। সেই শরণার্থীরা রাজকীয় রীতিনীতিগুলিকে এখানে বেশ দৃঢ়ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং সে প্রতিষ্ঠা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, যদিও সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বারবাদীয়রা নিজেদের গুরুত্বটাকে একটু বেশী করেই জাহির করে থাকি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বংশ বংশ ধরে এখানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে, বড় বড় জমিদার হয়েছে, বড় বড় ক্রীতদাস-উপনিবেশের মালিক হয়েছে। আসলে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে আমরাই ছিলাম

www.BanglaBook.org

ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরবর্তী সবচাইতে ধনী অধিবাসী ; এমন কি অন্য অনেকের মত স্বাধীনতা এসে আমাদের ধ্বংস করে নি। তোমার সম্মুখেই বসে আছে পশ্চিম ভারতীয় স্ল্যানিং পরিবারের শেষ বংশধর। সময় ও সুযোগ আমাদের এই এককে পরিণত করেছে, কারণ আমার যমজ ভাই হেনরি সম্প্রতি খুন হয়েছে ; আর যদিও কোন কিছুই আমার ভাইকে কবর থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, কিন্তু তার মৃত্যুর রহস্য যদি অনুন্মোচিতই থেকে যায় তাহলে আমার কবরেও আমি শান্তিতে যেতে পারব না।"

এইখানেই কথা থামিয়ে সে দুভীন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল, আর আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমার চিফ নিজে এই সমস্যার সমাধান করতে আসতে পারেন নি বলেই আমাকে পাঠিয়েছেন, যাতে সব রকম প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে আমি তাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।- মিঃ স্ল্যানিংকে লেখা হেড কোয়ার্টারের চিঠিপত্র আমার সঙ্গে ছিল ; দুজনে "আইস হাউজ"-এ চলে গেলাম ; সেই বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে আধ ঘণ্টা সময় কাটাবার ফাঁকেই সেগুলি সে পড়ে ফেলল।

সেই অবকাশে আমরা রেস্টুরেন্টের যে বারান্দায় বসেছিলাম তার নীচেকার শহরের জীবনটাকে একবার দেখে নিলাম।

সম্মুখের প্রসারিত রাস্তাটার দুই ধারে সাদা রং-য়ের সব বাড়ি-ঘর ; তার ছাদের কাঠের টালিগুলো সূর্যের আলোয় রুপোলি-ধূসর দেখাচ্ছে। নীচের দোকান-ঘরগুলি খোলা ; মাথার উপরে একটা নীল চাঁদোয়া ; ঝকঝকে সাদা রাস্তাটা মানুষের পায়ে-পায়ে ধুলোয় ধুলোময় ; তা থেকে একটা আগুনের আভা উঠছে। সকলেই কথা বলতে বলতে ধীরেসুস্থে হাঁটছে। ছোট ছোট ট্রাম-গাড়ি অনবরত চলেছে বেলফিল্ড, ফণ্টাবেলে, এবং শহরের বাইরে আরও নানা জায়গায় ; দলে দলে খচ্চর পার্শ্ববর্তী খামার থেকে চিনি ও গুড়ের পিপে বয়ে নিয়ে চলেছে ; গাধার পিঠে চলেছে আখের গাছের সবুজ ডগার ঝকমকে বাণ্ডিলগুলো ; ফুটপাত দিয়ে চলেছে জনসাধারণের যান-বাহন, আর ব্যক্তিগত বগিগাড়িগুলো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। আমার ঠিক নীচেই দাঁড়িয়ে আছে স্ল্যানিং-এর বড় মোটর গাড়িটা—তখনকার কালে সেটা ছিল একটা বিরল বস্তু—সকলেরই দৃষ্টি সেটার দিকে। ফুটপাতে স্ত্রীলোকদের ভিড় ; যারা কিছুটা উঁচু শ্রেণীর তাদের পরনে কালো ঘোমটা, তাতে রোদের তাপ থেকে চোখ দুটি রক্ষা পায়। খালি পা, সাদা পোশাক আর রঙিন পাগড়ি পরা নিগ্রো রমণীরা মাথায় মালপত্রের ঝুড়ি নিয়ে গল্প-গুজব করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে। তারা বিক্রি করে নারকেল, আখ, কমলা, লেবু, কলা, সাপোডিলা, আম, জাম, মাছ, কেক, মিষ্টি, বাদাম, আনারস ও হরেক রকম খাবার জিনিস।

কালো মানুষরাও সহজভাবে পরিশ্রম করতে পারে, গাড়ি টানে, গরু-মোষ চড়ায়, অনর্গল বকে, আর ঘষা ধাতুর মত ঝকমক করে। ঠাণ্ডা কোণে কোণে এবং যেখানে বারান্দার ঘন কালো ছায়া পড়ে সেখানে ভিড় করে যত সব ভবঘুরে আর কর্মহীনের দল ; তারা আখ ও ফল চিবোয়, ধূমপান করে, যে মেয়েরা সরবৎ বিক্রি করে তাদের সঙ্গে দর-দাম করে, বরফ চোষে, হাসে, গল্প-

www.BanglaBook.org

গুজব করে আর লোককে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে।

মাঝে মাঝে হোস-পাইপের জল ছিটিয়ে রাস্তার গরম কমানো হয়; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রাস্তা আবার শুকিয়ে যায়। সাদা পোশাক পরা কালো পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে; মাঝে মাঝেই ছেঁড়া পোশাক-পরা পাজি লোকদের ধরে নিয়ে যায়। অনেক মেয়েকেই দেখা যায় শিকারী কুকুরের মত দেখতে শীর্ণকায় জীবকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে সেগুলি শুয়োর; আবার অন্য মেয়েরা বগলের তলে পাতিহাঁস বয়ে নিয়ে যায়, অথবা বেতের ঝুড়িতে করে নিয়ে যায় মোরগ ও মুরগি। ধনী লোকদের মধ্যে আছে কালো পাদরি, কালো উকিল, কালো সৈনিক, কালো বণিক ও তাদের স্ত্রী; তাদের পরনে চোখ-ধাঁধানো ঝকমকে পোশাক ও ছাতা, ঝলমলে অলংকার, আর সেকেলে ধাঁচের পোশাক। মাথার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় বড় রাক্ষুসে মাছি, আর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ধুলো আর ফলের গন্ধে।

নিজের অজান্তেই আমি সেই দৃশ্যের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম; মিঃ স্ল্যানিং আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে বলল, "এবার বুঝতে পেরেছি এবং আন্তরিকভাবেই আশা করছি তোমার এখানে আসাটা বৃথা হবে না। এবার আমরা ক্লাবে লাঞ্চ খাব। তারপর আমি যতটা জানি সব কথাই তোমাকে বলব; তারপর বাড়ি ফিরে যাব। আশা করি তুমি আমার কাছেই থাকবে?"

আমি অবশ্য তাতে আপত্তি জানালাম; তাকে বুঝিয়ে বললাম, আগামী কয়েকটা সপ্তাহ আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

"তোমার সঙ্গে থাকলে আমার কাজে অনেক রকম বিঘ্ন দেখা দিতে পারে," আমি বললাম। আর সেও আপত্তি করল না।

বড় মোটর গাড়িটা তখনই আমাদের ক্লাবে নিয়ে গেল। কিন্তু একটা ঘটনা আমাদের সংক্ষিপ্ত যাত্রায় বাধার সৃষ্টি করল।

আমাদের পাশ কাটিয়ে একটা ছোট "ভিক্টোরিয়া" চলে গেল; তাতে দুটি মহিলা বসে ছিল। গাড়িটা থামল, আর আমোস স্ল্যানিং নেমে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলল। তাদের একজন মাঝবয়সী সুশ্রী ভদ্রমহিলা, স্ল্যানিং তার সঙ্গে কথা বলল, অপরজন শুনল। বেশ সুন্দরী যুবতী—দেখে মনে হল সদ্য আগত এক বিদেশিনী, কারণ তার মুখটা ম্লান, আর নীল চোখ দুটিও নিষ্প্রভ। দেশে থাকলে তার গাল দুটি নিশ্চয় গোলাপী থাকত; এখানে গ্রীষ্মনিবাসে একটি কষ্টসহিষ্ণু ফুল হিসাবেই সকলে তাকে সহানুভূতি জানাবে।

"আমাকে বলুন আপনি ভাল আছেন," স্ল্যানিং বর্ষীয়সীকে বলল, আর সেও সাদরে করমর্দন করে জানিয়ে দিল সে ভালই আছে।

বলল, "বেচারি মে কিন্তু ভাল নেই। গ্রীষ্মকালটা তাকে নিয়ে আমি আমেরিকায় যাব।"

মেয়েটিকে ভালকরে দেখে স্ল্যানিং বলল, "আপনি বুদ্ধিমতী। এতে ওর একটু হাওয়া বদল হবে, বেচারি—হাওয়া বদলটা ওর দরকার।"

www.BanglaBook.org

তারপর সে গলাটা নামাল ; বুঝলাম সে আমার কথাই বলল।

এক মুহূর্ত পরেই সে আমার পরিচয় দিল। মেয়েটি মাথা নোয়াল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না ; তার মা করমর্দন করে আমার সাফল্য কামনা করল।

শান্ত গলায় বলল, "আমার প্রিয় বন্ধুর ভাইটিকে যারাই ভালবাসত তারাই তার দুঃখে দুঃখী। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তাকে চিনত কিন্তু তাকে ভালবাসত না। কিন্তু তুমি তো মস্ত বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছ, কারণ মানুষের বিচারবুদ্ধি মত এই শোকাবহ ঘটনার পিছনে কোন উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না।"

মহিলাটি স্পষ্ট ভাষায় আন্তরিকতার সঙ্গেই কথাগুলি বলল, তারপর আশা প্রকাশ করল যে আমার ইচ্ছা হলে যেন তার সঙ্গে দেখা করি।

তারা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল ; স্ল্যানিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তাদের বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছি।

সে বলল, "আমার ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে তাদের জড়াবার মত কিছু নেই, অথচ আমার ধারণা একটা কোন যোগসূত্র থাকতেও পারে। তারা আমার প্রিয় বন্ধু, আর লেডি ওয়ারেণ্ডারের প্রয়াত স্বামী জেনারেল স্যার জর্জ ওয়ারেণ্ডারও ছিলেন আমার ভাইয়ের ও আমার নিজের একজন ঘনিষ্ট বন্ধু। কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এবং নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও মহিলা দুটি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে এমনভাবে জড়িত থাকতে পারেন যেটা আমরাও জানি না, আর তারাও জানেন না। আমি যখন সব কথা তোমাকে বলব তখন তুমিই সেটা বিচার করে দেখো।"

"মেয়েটিকে খুব অসুস্থ মনে হল," আমি বললাম।

"তা ঠিক—তার কারণও আছে। তার অসুস্থতাটা মনের, শরীরের নয়। খুব বড় আঘাত সে পেয়েছে।

আমরা একটা খোলা স্কোয়ারে পৌঁছে গেলাম। সেখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু লর্ড নেলসনের একটা সবুজ-ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি। সেখান থেকে স্ল্যানিং-এর ক্লাবে নেমে অনেক সুস্বাদু পদের লাঞ্চ খেলাম।

খাবার পরে আমাকে নিয়ে সে একটা ছোট ব্যক্তিগত ধূমপানের ঘরে ঢুকল। সেখানে কেবল আমরা দুজনই থাকব। সে একটা চুরুট বের করে দিল, আমি নিলাম না, কারণ যে কারণে আমার এখানে আসা সেটা এখনই শুরু হবে। সে নিজেও চুরুট ধরাল না, সরাসরি তার বিবরণ শোনাতে শুরু করল।

"কোন প্রশ্ন মনে জাগলে আমাকে থামিয়ে সেটা বলো," এইটুকু বলে সে আরম্ভ করল।

"আমার মা যখন মারা যায় তখন হেনরি ও আমি চোদ্দ বছরের ছেলে। তখন আমরা ইংলণ্ডে ছিলাম এবং একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সবে হ্যারো-তে গিয়েছি। সেখান থেকে দুজনই কেম্ব্রিজে যাই। শীতের ছুটি হলেই আমরা এখানে বাবার কাছে চলে আসতাম ; আর

www.BanglaBook.org

গ্রীষ্মের ছুটিতে সাধারণত তিনিই ইউরোপ ভ্রমণে বের হতেন এবং আমাদের সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্স অথবা ইতালিতে যেতেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া যখন শেষ হবার মুখে ঠিক তখনই আমার বাবা ফিজারবার্ট স্ল্যানিং হঠাৎই মারা গেলেন—চিরকালই তিনি কিছুটা রুগ্ন ছিলেন—আর হেনরি ও আমাকে এখানে ডেকে আনা হল। আমার বাবা বলতেন, অনাবাসী জমিদাররাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ধ্বংসের কারণ এবং মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি আমাদের দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন যে আমরা এখানেই থাকব ও কাজকর্ম দেখব। আমাদের কথা আমরা রেখেছিলাম।

"আমার বিশ্বাস, এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা যে যমজ ভাইরা চেহারা, চরিত্র ও রুচিতে হুবহু একরকম হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে এ রকমটা প্রায়শই ঘটে: কিন্তু নিজের স্বপক্ষে আমি এটুকুও বলতে পারি না যে আমার ভাইয়ের অর্ধেকটাও আমি হতে পেরেছি। তার মস্তিষ্ক আমার চাইতে ভাল, বিচার-বুদ্ধি আমার চাইতে ভাল, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও অনেক বেশী ছিল। আমাদের দুজনের মিলটা ছিল ভাসা-ভাসা, কিন্তু তার মুখে ছিল অনেক বেশী চিন্তাশীলতার প্রকাশ, আর তার প্রকৃতি ছিল কম আবেগপ্রবণ। আমি বলব না যে আমি ছিলাম আশাবাদী আর হেনরি ছিল নৈরাশ্যবাদী; কিন্তু যেখানে আমার প্রকৃতি আমাকে করেছিল দৃঢ়প্রত্যয়ী ও বিশ্বাসপ্রবণ, সে ছিল অনেক বেশী সাবধানী ও মানব চরিত্রের অনেক বেশী তীক্ষ্ন বিচারক।

"আমাদের একজন ভাল ওভারসীয়ার ছিলেন; বাবার প্রতি বিশ্বস্ত এবং স্ল্যানিং-পরিবারের একান্ত বিশ্বাসভাজন; একটি শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত। তিনি আমাদের সব রকমে সাহায্য করলেন, আর যেহেতু আমরা দুজনই কর্মঠ ছিলাম, যথাযথ শিক্ষাও পেয়েছিলাম, তাই পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত বিরাট চিনি-শিল্পটিকে সাফল্যের সঙ্গেই চালাতে লাগলাম। আজ আমিই বংশের শেষ প্রতিনিধি, আর আমি ছাড়া স্ল্যানিং-পরিবারের আর কারও "পেলিক্যান" জমিদারীতে কোন স্বার্থ নেই। এই জমিদারীর আয় এবং দায়-দায়িত্ব সব কিছুই আমার।

"হেনরি ও আমার জীবন সহজ সরল পথে সমৃদ্ধির দিকেই এগিয়ে চলল। জগতে আমরা দুজনই ছিলাম পরস্পরের সর্বস্ব এবং আমি বিশ্বাস করি এমন কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না যাতে আমরা অংশীদার ছিলাম না, এমন কোন উচ্চাকাংখা ছিল না যাতে আমরা একমত ছিলাম না। আমি পরোপুরি ব্যবসা নিয়েই ছিলাম; হেনরির ছিল একটা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র, সে শাসন-ব্যবস্থায় যোগ দিল, জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করল। মানুষ হিসাবে সে ছিল অসাধারণ উদার; এই দ্বীপের এবং এখানকার দীনতম মানুষটির কল্যাণকে সে ভালবাসত। কোন মানুষকে যদি অজাতশত্রু বলা যায় তো আমার ভাইকেই তা বলা চলে। সে ছিল ন্যায়-বিচারের প্রাণস্বরূপ, মানবতার কল্যাণ সাধনে তার একান্ত উৎসাহ তাকে করে তুলেছিল ধনবানের কাছে শ্রদ্ধেয় এবং দরিদ্রের কাছে পূজনীয়। অথচ এই মানুষটি গভীরতম রহস্যজনক পরিস্থিতিতে পরিকল্পিতভাবে খুন হয়েছে তারই এক স্বদেশবাসীর হাতে; আর তাকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন মারা গেছে—যে মানুষটি হেনরির জন্য, বা আমার জন্য, হাজারবার জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল। সে মানুষ জন ডিগল, একজন

www.BanglaBook.org

অকৃত্রিম নিগ্রো যার পূর্বপুরুষরা বংশ-বংশ ধরে "পেলিক্যান"-এই কাজ করেছে। সে ছিল পাহারাদার, আর তার কাজ ছিল রাতে আখের ক্ষেত পাহারা দেওয়া। উচ্ছৃংখল স্বভাবের নিগ্রোরা সব সময়ই চুরি-চামারি করে; সে দোষ থেকে কেউই মুক্ত নয়। অতএব আখকাটার মরশুমে আমাদের সীমানার উপর খুব নজর রাখা হয়; যে সব হীন চরিত্রের লোক চুরি করতে আসে তারা যদি জানে যে বন্দুকের গুলি এসে তাদের কানের পাশে বিঁধতে পারে, তাহলে ফসলের ক্ষেতে হামলা করার আগে তারা দুইবার ভাববে।

"এখানে একটি পুরনো প্রথা চালু আছে—আমাদের জমিদারীর যে পুলিশ রাতে পাহারায় থাকে সে যদি কোন নিগ্রোকে দেখতে পেয়ে হাঁক দেয় আর সেই নিগ্রো যদি তার জবাব না দেয় তাহলেই তাকে গুলি করা হয়। এটা খুবই প্রাচীন বিধান—এখন অবশ্য এটা মেনে চলা হয় না।

"এবার আমি হেনরির মৃত্যুর বিবরণ দেব। একটা পূর্ণ চাঁদের রাতের পরদিন সে অভ্যাসমত প্রাতরাশে আমার সঙ্গে যোগ দিল না। তার খোঁজে চাকরকে পাঠানো হল। দেখা গেল সে শোবার ঘরে নেই, পড়ার ঘরেও নেই।

"একটু চিন্তিত হয়ে আমিও চারদিক খুঁজলাম, কিন্তু তার কোন হদিসই পেলাম না। তারপরেই আখের ক্ষেত থেকে দুঃসংবাদটা এল। আমি ঘোড়ায় চেপে বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে সেই জায়গায় গেলাম। জায়গাটা আমাদের সীমানা থেকে বেশী দূরে নয়, দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত "ক্রেন হোটেল"-এর কাছেই। আমার ভাইটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তার বুকে গুলি করা হয়েছে, আর তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে জন ডিগলের মৃতদেহ। তার বন্দুকটা পড়ে আছে মৃতদেহ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে; দুটো নল থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। ডিগল-এর বন্দুকের গুলিতেই যে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ কার্তুজগুলি ছিল একটা বিশেষ বোরের, আর সে ধরনের মারাত্মক গুলি বারবাডোজের আর কোন বন্দুকেরই নেই।

"আরও একটা অস্ত্রও পাওয়া গিয়েছিল—আনকোরা নতুন একটা রিভলবার; তারও সবগুলি চেম্বারই ফাঁকা ছিল। স্পষ্টতই সেটা থেকে কখনই গুলি ছোঁড়া হয় নি, আমি নিজে কখনও সেটা দেখি নি বা তার কথা শুনি নি। পরবর্তী তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে আমার ভাই সেটা ইংলণ্ড থেকে কিনে এনেছিল একশ' কার্তুজের একটা বাক্স সমেত, কিন্তু সে বাক্সটা কোনদিন খোলাই হয় নি। রিভলবারটা "ফরেস্ট" কোম্পানির তৈরি, আর হেনরি সেটা কেন কিনেছিল—আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তার একটা অদ্ভুত ঘৃণা ও ভয় ছিল—তাও এই রহস্যেরই একটা অংশ।

"ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল যে দুজনের একজনকেও খুব কাছে থেকে গুলি করা হয় নি—আর তাতেই একটা স্বাভাবিক মত খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ স্থানীয় পুলিশ—কালা আদমি—সন্দেহ করেছিল যে বেচারা ডিগলই হেনরিকে খুন করে এবং পরে নিজেকে গুলি করে; কিন্তু সেটা ছিল একেবারেই অসম্ভব। প্রথম, হেনরিকে সে পূজা করত দেবতার মত; তার মাথার

www.BanglaBook.org

একগাছি চুল ছিঁড়বার চাইতে স্বয়ং যেকোনরকম নির্যাতন সইতেও সে প্রস্তুত ছিল; দ্বিতীয়, সে নিজেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল বেশ কিছুটা দূর থেকে। ক্ষতস্থানের চেহারা দেখে হিসাব করা হয়েছিল যে তাকে গুলি করা হয়েছিল বিশ গজ দূর থেকে—মৃতদেহ থেকে ততটা দূরত্বেই বন্দুকটা পাওয়া গিয়েছিল।

"ক্ষেতের আড়ালে আমার ভাই যেখানে পড়ে ছিল সেখান থেকে দশ গজ দূরে কাটা আখের একটা স্তূপ এবং আখ-কাটা একটা সাধারণ কুড়ুল পাওয়া গিয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় সেটার সেখানে থাকার কথা নয়, আর এ থেকেই বোঝা যায় যে এটা একটা চুরির ঘটনা। মনে হয় তাকে যখন আঘাত করা হয় তখন সে কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সেই পাজি লোকটা যদি এগিয়ে এসে যা কিছু জানে তা আমাদের বলে দেয় তাহলে তাকে একটা মোটা পুরস্কার এবং নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হবে—এই ঘোষণা করা সত্ত্বেও তার কোন হদিসই পাওয়া যায় নি।"

"সেই রাতে আমার ভাই কেন বাইরে বেরিয়েছিল সেটাও অবশ্য এই সমস্যার একটা অংশ, কারণ তার এই কাজের পিছনে তিলমাত্র যুক্তিও ছিল না। আমি যতদূর জানি, আগে সে কখনও এ রকম কাজ করে নি, যদিও কিছুটা চিন্তাশীল প্রকৃতির মানুষ হিসাবে মাঝে মাঝে সে একাকি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ত; তবে একবার শুয়ে পড়লে রাতে আর উঠে পড়া তার নিয়মের মধ্যে ছিল না। অথচ তার মৃত্যুর রাতে সে নিশ্চয় ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল, বুট পায়ে দিয়েছিল, পাজামার উপরে আলপাকার কালো কোট পরেছিল, এবং আখ-ক্ষেতের মধ্যে এক মাইল বা আরও বেশী দূরে এমন জায়গায় গিয়েছিল যেখানে ডিগলে রাত-পাহারায় ছিল বলে সে জানত।

এবার আমি সেই তৃতীয় মানুষটির প্রসঙ্গে আসছি যে সেই মারাত্মক রাতে নিজের জীবনটা হারিয়েছিল। যে কাহিনী তোমাকে বললাম আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে এই লোকটিকে জড়াচ্ছি না। দুটি অপরাধের মধ্যে কোন যোগসূত্রের ছায়া পর্যন্ত আমি দেখতে পাই নি, আর এ বিষয়েই আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত (আমরা সকলেই) যে সলি লসন নামক এই হতভাগ্য লোকটি তার কোন শত্রুর হাতেই খুন হয়েছিল।

"এই শংকর লোকটি "পেলিক্যান"-এই কাজ করত এবং পাহাড়ের কাছে একটা ছোট ঘরে তার কালা বুড়ি মাকে নিয়ে বাস করত। সে ছিল অকর্মা, বদমেজাজী একটা ভিখারী; যদিও আমার ভাই ও আমার প্রতি সে কুকুরের মত অনুরক্ত ছিল; সহকর্মীদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করত আর নিজের সাদা রক্তের জন্য স্পর্ধা দেখিয়ে বেড়াত। সলি মেয়েদের নিয়েও ঢলাঢলি করত, আর নিজেদের সমাজেও অনেক হুজ্জুত বাঁধাত। অনেক ঝগড়া-বিবাদ করেছে, অনেক অসামাজিক পিতৃত্বের মামলায় জড়িয়েছে; এই সব কারণে এই দুর্ভাগা লোকটি অনেকের নিন্দাভাজন হলেও দুর্বলতাবশত আমরা তার অনেক দোষ-ত্রুটিই ক্ষমা করতাম, কারণ সে ছিল স্ফূর্তিবাজ আর রহস্যপ্রিয়; আর তার বুড়ি মা আর মৃত বাবার খাতিরেই হোক অথবা তার নিজের খাতিরেই হোক আমরা তাকে কাজে বহাল রেখেছি এবং তার সব অপকর্মকে ক্ষমা করেছি। সে দুবার হাজতবাস করেছে, সে ভালভাবেই জানত যে আর একটা বড়

www.BanglaBook.org

রকমের অপরাধ করলে সেটাই হবে তার শেষ অপরাধ, অন্তত "পেলিক্যান"-এর দিক থেকে তো বটেই; কিন্তু ইদানিং মনে হত যে সে নিজেকে অনেকটা শুধরে নিয়েছে এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে উঠেছে। অন্তত বুড়ি মিসেস লসন সেই রকমই বলত।

"এদিকে, এই যুগল খুনের কালো দিনটাতেই এল সলি লসনের মৃত্যুর খবর। যে সদাপ্রফুল্ল মানুষটি ছিল এত রসিক এত প্রাণবন্ত—আমাদের কাছে আনন্দের খনি আর সহকর্মীদের ও বন্ধুদের অশেষ বিরক্তির কারণ, তাকে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেল।

"আকস্মিকভাবেই খুনটা প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ তার দেহটা পড়েছিল পাহাড়ের একটা খাঁজের মধ্যে—পাহাড়ের চূড়া আর নীচের গভীর সমুদ্রের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে যারা তাকে খুন করেছিল তারাই খুন করার পরে তাকে নীচে ছুঁড়ে দিয়েছিল, কিন্তু দুই শ' ফুট নীচে সমুদ্রের জলে হাঙরের মুখে না পড়ে, যেটা তাদের অভিপ্রায় ছিল, সে আশ্রয় পেয়েছিল একটা খাঁজের মধ্যে। তার মৃতদেহটা চোখে পড়ার পরে তাকে সেখান থেকে একটা নৌকোতে নামিয়ে তীরে আনা হয়েছিল। পাহাড়ের খাঁজে ছিটকে পড়ার ফলে তার কয়েকটা হাড় ভেঙেছিল, কিন্তু মারাত্মক আঘাতটা পড়েছিল তার গলায়।"

"তার ক্ষেত্রেও খুনের কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নি; তবু তার এই দুরবস্থার কারণ যে নারী-ঘটিত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারে এমন কিছুই পাওয়া যায় নি। বারবাডোজের কোন মানুষকে সন্দেহ করারও কোন কারণ নেই।"

"এই ভাবে এখানে তিনটে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে তিনটেই উদ্দেশ্যবিহীন; যদিও সলির ব্যাপারে, আগেই বলেছি, আমরা খুবই নিশ্চিত যে সে একটা গোপন ঈর্ষার শিকার হয়েছিল এবং তারই শাস্তিও পেয়েছিল—হয়তো আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ তার মৃত্যুর গোপন রহস্যটা জানে—কিন্তু আমার ভাই এবং জন ডিগলু-এর বেলায়, তাদের মৃত্যুর কারণের ছায়ামাত্রও এই দ্বীপে, বা সারা পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

"আমার ভাইয়ের কথা আমি বলেছি; আর ডিগলুও তার সাধ্যমত সকলেরই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জন করতে পেরেছিল। চাষের ক্ষেতে বা কারখানায় তার চাইতে অধিক জনপ্রিয় ভৃত্য আমাদের কেউ ছিল না। সে তার স্ত্রী ও তিনটি শিশু সন্তানকে রেখে গেছে; আমার ভাই ছিল জেষ্ঠটির ধর্ম-বাপ।"

অবশ্য আমার এই ভয়ংকর রেখা-চিত্রের অনেক ফাঁক-ফোঁকরই তোমাকে ভরে নিতে হবে; এখন তোমার মনে যদি কোন প্রশ্ন জেগে থাকে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পার।"

আমি বললাম, "তোমাকে অনেক প্রশ্নই আমি করব মিঃ স্ল্যানিং, কিন্তু এই মুহূর্তে লেডি ওয়ারেন্ডার ও তার মেয়ের সম্পর্কে আর কিছু বলবে কি?"

"সানন্দে। যে ঘটনাটি আমার ভাইয়ের নামের সঙ্গে তাদের দুজনকে জড়িয়েছে সেটা আমার বিবরণের বাইরের ব্যাপার; সে ঘটনাকে আমি হেনরির মৃত্যুর সঙ্গেও জড়াতে পারি না। কিন্তু তুমি

www.BanglaBook.org

এ ব্যাপারে অগ্রসর হবে খোলা মন নিয়ে এবং যে কোন অবস্থাতেই সেটা তুমি শুনবে এবং তা নিয়ে ভাববে কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে। এটা সেই সব অভিজ্ঞতারই অন্যতম যা আমার ভাই আমার কাছ থেকেও সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল; মহিলা দুটি না বললে আমিও কোন দিন তা জানতে পারতাম না।"

"এক বছর আগে হেনরি আমাকে বলল যে আমার বিয়ে করা উচিত, আর আমিও পাল্টা চাপান দিলাম যে সেটা আমার যেমন উচিত তেমনি তারও বিয়ে করা উচিত। সে কথাটা স্বীকার করল, আর আমরাও এ নিয়ে কিছু রসিকতা করলাম; কিন্তু আমি জানতাম তার এই কৌমার্য-রোগ চিকিৎসার অতীত, আর আমার অবস্থাও তথৈবচ। আসল কথা হেনরির নিজের মনেই বিয়ের সাধ জেগেছিল, আর এখন কথাটাকে অসাধারণ গোপনীয় মনে হলেও, ছোট মে ওয়ারেণ্ডারের সঙ্গে এ বিষয়ে তার কথাবার্তাও হয়েছিল। কথাটা তার মা জেনেছিল অনেক পরে; কিন্তু হেনরি যখন মারা গেল, তখনই মেয়েটি তার মাকে জানাল যে হেনরি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল এবং দুবার প্রস্তাবও করেছিল।"

"তার কথাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি!"

"মোটেই না, এ রকম একটা গল্প ফেঁদে বসার মত মেয়েই সে নয়। হয়তো এদের কাছ থেকে বা অন্য কারও কাছে কথাটা শুনলে আমি অবিশ্বাস করতে পারতাম, কিন্তু তাদের কথায় সন্দেহ করা অসম্ভব। হেনরি অবশ্যই তাকে ভালবাসত এবং তাকে জয় করার জন্য খুবই চেষ্টা করেছে; কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে অনেক বড় দেখাত, আর নিঃসন্দেহে যে মেয়ের বয়স বিশ বছরও হয় নি তার চোখে তাকে বেশ বড়ই দেখাত। এতে সে খুবই হতাশ হয়েছিল কি না সেটা কোন দিনই জানা যাবে না। সে এতই দার্শনিক মানুষ ছিল যে এ ব্যাপারে যতটা অনিবার্য তার চাইতে মানসিক দিক থেকে সে বেশী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল বলে আমি মনে করি না। মে তাকে প্রচণ্ড রকমের পছন্দ করত, হেনরির মৃত্যুর পরে বেশ কিছুদিন সে খুবই অসুস্থ ছিল; কিন্তু সে যখন তার মাকে জানাল, তখন তিনিও বলে দিলেন যে হেনরির সঙ্গে তার বিয়ে অসম্ভবই হত। আগেই বলেছি, হয়তো এই বিপর্যয়ের ফলে হেনরি একেবারেই ভেঙে পড়ে নি, কারণ সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তার মনটাও ছিল দ্রুত ক্রিয়াশীল, আর মানব চরিত্র সম্পর্কে তার ধারণাও ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তাছাড়া এই ঘটনা যদি তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিত, তাহলেও সেটাকে লুকিয়ে রাখতে সে যত চেষ্টাই করুক আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারত না। আমরা পরস্পরকে খুব ভালভাবেই চিনতাম; সেই সময় নিশ্চয় তার স্বাভাবিক সুদৃঢ় মানসিক গঠন থেকে সে বিচ্যুত হয় নি—অন্তত আমার সামনে তো নয়ই। সে যথারীতি স্থির মস্তিস্ক আর ভারসাম্য সমন্বিতই ছিল।"

আমোস স্ল্যানিং-এর বিবরণ এখানেই শেষ হল; আমার কেবল একটা কথাই মনে হল যে এর থেকে অসংখ্য রকমের অনুমান করা যেতে পারে। বক্তা যে ভাবে প্রকৃত সত্যকে দেখেছে ঠিক সেই ভাবে যে সে আমাকে বলেছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। সে সরল, খোলা মনের

www.BanglaBook.org

মানুষ, স্পষ্টতই ভাইয়ের মৃত্যুতে খুবই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। এখন আসল কথা হল, কোন্ পথে আমার তদন্তকার্য চালালে সুবিধা হবে।

স্থানীয় পুলিশের কোন অভিমত ছিল না, কোন সূত্রও ছিল না ; আর মৃতের ব্যাপারে যারা প্রধানত আগ্রহী তাদের সামনেও সেই একই সংকট। ঘটনাগুলিকে একত্রে জুড়ে দিয়ে একটা যুক্তিসম্মত গল্প গড়ে তুলতে কেউ পারে নি ; মাল-মশলাগুলিই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছিল, কারণ মোটামুটি সকলেই শংকর যুবক সলি লসনের মৃত্যুকে অন্য দুটি মৃত্যু থেকে আলাদা করে ফেলেছিল, এবং একই সময়ে তার মৃত্যু হওয়াটাকে একটা আকস্মিক যোগাযোগ বলেই ধরে নিয়েছিল।

মোটামুটিভাবে তার বিবরণ শেষ করার পরে মিঃ স্ল্যানিং আমাকে তার গাড়িতে নিয়ে দ্বীপটা দেখাতে বেরিয়ে পড়ল এবং তার গল্পের ঘটনাস্থলগুলিতে আমরা গাড়ি থেকে নেমে সব কিছু দেখলাম। আমাদের চারদিকেই মাইলের পর মাইল আখের ক্ষেত। রাস্তার দুই ধারে আখ গাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল ; চকচকে গাছগুলি পথের উপর হেলে পড়েছে, নীচে শুকনো হলুদ পাতা, মাথায় উজ্জ্বল সবুজ মুকুট। সরু সরু সেচের খাল সমস্ত মাটিটাকে যেন জাল দিয়ে ঢেকে রেখেছে ; আখ-ক্ষেতের মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কলা গাছের ঝোপ, তাদের চওড়া পাতাগুলি বাতাসে ছিন্নভিন্ন। এখানে-ওখানে রুটি-ফলের গাছ, সুদৃশ্য মেহগেনি বাগান, বা তেঁতুল গাছের সারি ঘন ছায়া বিছিয়ে রেখেছে।

কাঁটা-ন্যাসপাতির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট বাড়িটার পাশে একটা লাউ গাছ বেড়ে উঠছে, তার মসৃণ, সবুজ ফলগুলি প্রায় পাতাহীন ডালপালা থেকে ঝুলে আছে।

স্ল্যানিং বলল, "এই ঘরে বেচারি ডিগলের বিধবা বৌ বাস করে ; দুর্ঘটনা-স্থলটি এখান থেকে এক মাইলের মধ্যেই। এখান থেকেই "পেলিকান" উদ্যোগের একটা মোটামুটি সীমা-রেখা তুমি দেখতে পাচ্ছ, উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্ধবৃত্তাকারে প্রসারিত ক্রেণ হোটেলের কাছাকাছি প্রবাল-পাহাড় পর্যন্ত। তুমি যদি আমার বাড়িতে না থাকতে চাও তাহলে তুমি সেখানেও থাকতে পার, তোমার কর্মস্থলের খুব কাছাকাছি।"

কিন্তু কাজটা ঠিক কোথায় করতে হবে বুঝতে না পারায় আমি স্থির করলাম আপাতত ব্রীজটাউনেই থাকব ; তারপর তার ভাইয়ের মৃত্যুর জায়গাটাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বারবাডোজ স্ল্যানিং পরিবারের শেষ বংশধরের রাজকীয় বাড়িটি দেখে শহরে ফিরে গেলাম এবং ক্লাবের অনতিদূরে একটা নির্জন স্কোয়ারে দুটো ঘর ভাড়া করলাম।

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

যতদূর সম্ভব সকলের অগোচরে কাজ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, আর সে ব্যাপারে আমোস স্ল্যানিং আমাকে সাহায্যও করেছে। আমার কাজটা সুনির্দিষ্ট কিছু ছিল না, যদিও আমি অচিরেই বুঝতে পারলাম যে অধিকাংশ মানুষই ব্যাপারটা জানে। মৃত লোকটির ভাই যা আমাকে বলতে পারে নি এমন অনেক কথা জানাই ছিল আমার লক্ষ্য, আর যেহেতু সমস্ত ব্যাপারটা তখনও পর্যন্ত নয় দিনের রহস্য হয়েই ছিল, সকলেই তা নিয়ে আলোচনা করত, আর ক্লাব-ঘরের ধূমপান-ঘরের আলোচনা অনেক সময়ই সেটাকে ঘিরেই চলত।

আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন সাময়িক সদস্য নির্বাচিত হয়েছি এবং কয়েকটি দিন প্রায় সারাক্ষণই তার চার-দেয়ালের মধ্যেই কাটালাম। দেখলাম, আমোস স্ল্যানিং খুবই জনপ্রিয়; এমন কি হেনরি যতটা জনপ্রিয় ছিল তার চাইতেও বেশী; কারণ সকলে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে কথা বললেও এবং তার আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করলেও এটা মনে হত যে সে যথেষ্ট উৎসাহ জাগাতে পারে নি। বস্তুত, সাধারণ মানুষ হেনরির যমজ ভাইয়ের চাইতে অন্য চোখেই তাকে দেখত। ক্রিওলের জনৈক উকিল ক্লাবেই থাকত; সে তাদের দুজনকেই ভাল করে চিনত; সে আমাকে দুজনেরই একটা বন্ধুসুলভ স্বাধীন বিবরণই শোনাল।

উকিল বলল, "হেনরি স্ল্যানিং ছিল কাজের লোক। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, আর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারত না। কিন্তু তার কথার বা কাজের প্রতিবাদ করার দরকারই হত না, সে ছিল সুবিবেচক, সুস্থ গণতন্ত্রবাদী, এবং সাম্প্রতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত। তার ভাইকে দেখে তার সম্পর্কে সঠিক মতামত গড়ে তুলতে পারবেন না। আমোসের মত সাহসী মন ও স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তার ছিল না। আসলে সে ছিল গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।"

"এই সব ঘটনা সম্পর্কে আপনার কোন মতামত আছে কি?" কথাপ্রসঙ্গেই আমি প্রশ্নটা করলাম আর সেও জানিয়ে দিল যে সেরকম কিছু নেই।

"হেনরি যদি কোন বড় রকমের বিধ্বংসী হতাশায় ভুগত", সে বলল, "অথবা ভাগ্যের এমন কোন নিদারুণ আঘাতের সম্মুখীন তাকে হতে হত অর্থ দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে যার প্রতিরোধ করা যায় না, তাহলে কল্পনা করতে পারি যে সে আত্মহত্যা করেছিল। তার ভাই অবশ্য বলছে যে কোন অবস্থাতেই সে কাজ সে করতে পারে না; অবশ্য অন্য সকলেই এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে এটা আত্মহত্যা নয়। বেশ কিছু দূর থেকে কেউ পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাকে গুলি করেছিল—ডাক্তারদের মতে, অন্তত বিশ গজ দূর থেকে।"

উকিল এই সব কথা বলল; অন্যরাও এমন কিছু কিছু তথ্য জানাল বা অভিজ্ঞতার কথা শোনাল

www.BanglaBook.org

যা তার চরিত্রের উপর আলোকপাত করল। হেনরি স্ল্যানিং-এর ছবিটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সকলেই সাহায্য করল ; কিন্তু তার ভাই থেকে আরম্ভ করে ক্লাবের বিলিয়ার্ড-মার্কার পর্যন্ত কোন লোকই তার একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে পারল না ; বুঝতে পারলাম, দুভীন স্বয়ং যদি কাজটা না করতে পারেন, তাহলে সে ছবি কোনদিনই সম্পূর্ণ হবে না।

প্রথমেই দেখা করলাম লেডি ওয়ারেণ্ডারের সঙ্গে ; নিহত ব্যক্তির যে বিবরণ তিনি দিলেন সেটা অন্যদের বিবরণের তুলনায় সামান্য ভিন্ন। তিনি বললেন, সে ছিল ধর্মপরায়ণ, তবে গোঁড়া নয়, কোন বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসীও নয়।

তিনি বললেন, "বেঁচে থাকলে সে ক্যাথলিক থেকেই জীবনটা কাটিয়ে দিত। তার পড়াশুনার দিকে ঝোঁক ছিল আর দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা পছন্দ করত। আমার স্বর্গত স্বামী তার সঙ্গে আলোচনায় বসত, ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা ও পূর্ব-নির্ভরতা, বিশ্বাস ও যুক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাদের তর্কের কোন শেষ থাকত না। হেনরির জীবনের এই দিকটা তার ভাইয়ের কাছে সম্পূর্ণ গোপন ছিল। বস্তুত, হেনরি জানত তার বুদ্ধি ছিল অনেক বেশী সূক্ষ্ম আর তার কল্পনা-শক্তি ছিল অনেক বেশী ব্যাপক। সে আমোসকে খুবই ভালবাসত ; কিন্তু সে ভালবাসা ছিল ছেলের প্রতি বাবার ভালবাসার মত, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসার মত নয়। সে কখনও নিজের গভীর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমোসকে বিরক্ত করত না, বা ভাইয়ের ধর্মমত নিয়ে কোন প্রশ্নও তুলত না। সে সর্বদাই সতর্ক থাকত পাছে আমোসের সামনে এমন কিছু বলে ফেলে যাতে তার ভাই অপ্রস্তুত বোধ করতে পারে, অথবা সাধারণ কথাবার্তায় নিজেকে মানসিক দিক থেকে ছোট ভাবতে পারে। সকলের প্রতিই সে ছিল নরম ও স্পর্শকাতর। কিন্তু অহংকারী ও আত্মম্ভরী লোকদের সে ঘৃণা করত এবং সাধারণভাবে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ও বিশেষভাবে বারবাডোজের নিন্দা সে সহ্য করত না।"

'সে যে মিস ওয়ারেণ্ডারকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তা কি আপনি জানতেন ?"

"কিছুই জানতাম না। অনেক সময়ই তাকে ও তার ভাইকে ঠাট্টা করে বলতাম, যার যার বৌ খুঁজে নাও, বিখ্যাত বারবাডোজ স্ল্যানিং পরিবারকে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হতে দিও না ; কিন্তু হেনরি সব সময়ই বলত, বিয়ে করার দায়টা আমোসের। তার মৃত্যু না হলে সে হয় তো হেনরির বিয়ের প্রস্তাবকে গোপন করেই রাখত, হেনরিও তাকে সেই অনুরোধই জানিয়েছিল। হেনরির মৃত্যুর পরেই সে বুঝতে পারে যে কথাটা আমাকে জানানো উচিত, আর আমিও সে-কথা তার ভাইকে বলি।"

'সম্প্রতি তার আচরণে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কি ?"

"না। দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান হবার প্রায় ছয় সপ্তাহ পরেই তার মৃত্যু হয়।"

"এ বিয়েতে কি আপনি বাধা দিতেন ?"

"আমার হস্তক্ষেপ করাটা উচিত কাজ হত না। হেনরি ছিল একজন বিশিষ্ট, সম্মানিত মানুষ—সর্বোত্তম অর্থেই একজন ভদ্রলোক। আমার মেয়ে তাকে পছন্দ করত ; তাকে আঘাত দিতে সে খুবই

www.BanglaBook.org

দুঃখ পেত ; কিন্তু মে তাকে ভালবাসত না। যদিও সে ছিল মের চাইতে মাত্র পনেরো বছরের বড়, মের পাশে তাকে আরও অনেক বড় দেখাত ; বয়সের তুলনায় তাকে অনেক বেশী বড় দেখাত—ধীর, স্থির, গম্ভীর, শান্ত, সামাজিক জীবন থেকে দূরে থাকত, পড়াশুনা করতেই ভালবাসত, এমন কোন আমোদ-প্রমোদে যোগ দিত না যাতে একটি সাধারণ মেয়ে তার সঙ্গী হতে পারে। স্বামী হিসাবে সে চমৎকারই হত, কিন্তু মেকে নিয়ে নয়।"

ধীরে ধীরে হেনরি স্ল্যানিংয়ের একটা ছবি আমি গড়ে তুললাম, তবু বলতে পারি না যে কোন দিন তাকে আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছি। সে কাছে আসে, চলে যায়, কখনও পরিষ্কার দেখতে পাই, আবার দূরে চলে যায়। অনেককে দেখলাম যারা মনে করে সে মানবদ্বেষী, তার অন্তরটা ভাল, আর মানবদ্বেষীরা সব সময়ই সেটাকে লুকিয়ে রাখে ; আবার অনেকে মনে করে সে ধর্মপরায়ণ, কিন্তু সন্দেহ করে যে প্রত্যাদেশবাদীধর্মে বিশ্বাস করে না। তার যে অনেক গুণ ছিল সেটা কেউ অস্বীকার করে না ; কিন্তু একটি মাত্র জায়গা থেকে, সেটাও খুবই অপ্রত্যাশিত, এমন ইঙ্গিত আমি পেয়েছি যে এমন কোন কাজ সে করে নি যা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে।

জন ডিগলের বিধবার সঙ্গেও দেখা করলাম ; সে এক বাচাল স্বভাবের মেয়ে মানুষ। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, তার স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসযোগ্য, তার সততা সুস্পষ্ট। ছোট বাড়িটার বাইরে কাঁটা-গাছের বেড়ার উপর থেকে সে ধোয়া পোশাকপত্র তুলছিল ; মৃত রাত-পাহারাদার ও তার নানান গুণের কথা নিয়ে করুণ সুরে অবিরাম বকতে শুরু করল।

আমি বললাম, "আগে আমাকে তোমার বাড়ির ভিতরে নিয়ে বসাও, এই কড়া রোদ থেকে একটু ছায়ায় গিয়ে বাঁচি। কি জান মিসেস ডিগল, তোমার জন্য সকলেই খুব দুঃখিত। মিঃ ডিগলকে সকলেই খুব মান্য করত।"

"খুবই মান্য লোক সার ; কেবল ওই পাজী আখ-চোরগুলোই তার সঙ্গে ঝগড়া করত।"

"সলি লসন—যার গলাটাই কাটা গিয়েছিল—তার সঙ্গে কি তোমার স্বামীর কোন ঝগড়া ছিল ?"

"কক্ষনো না। সে জানত সলি একটা উচ্ছৃংখল নিগার ; কিন্তু জন খুবই ভাল মানুষ ছিল ; সে বলত সলি একদিন ভাল হয়ে যাবে। আমার জন ছিল খাঁটি খৃস্টান।"

"তার কথা আমাকে কিছু বল। তার কথা শুনতে আমার খুব আগ্রহ।"

সে কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল বকল। ধীরে ধীরে আমি তার কাছ থেকে জন সম্পর্কে অনেক কথাই বের করে নিলাম।

"সে কি কখনও এমন কিছু করেছিল যাতে মিঃ হেনরির সায় ছিল না ?"

"না, সার—কখনও না।"

"মিঃ হেনরি কি কখনও এমন কিছু করেছিল যাতে তোমার স্বামীর সায় ছিল না ?"

"না সার ; হেনরি খুব ভাল মানুষ ছিল। কিন্তু—কিন্তু—"

www.BanglaBook.org

"তারা সব সময় একমত হত ?"

"কথাটা যখন তুললেন সার, একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে গেল। একদিন—গুলি খাবার এক, দুই, তিন দিন আগে আমার জন প্রাতরাশের সময় মুখ কালো করে আমার কাছে এল ; আমি বললাম, 'কি হয়েছে জন ?' সে বলল, 'কিছু না।' আমি বললাম, 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে, কারণ তোমার কপাল কুঁচকে উঠেছে, আর তোমার নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।' সে বলল, 'আরে জন, বুড়ি হলে তবু তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি হল না।' তারপর কাজে বের হবার আগে সে বলল, 'এই সব পাজী আখ-চোরগুলোর সর্বনাশ হবে—গোলমাল করে তারা আর দোষ পড়ে আমার ঘাড়ে।"

"খুব বেশী পরিমাণ আখ চুরি হচ্ছিল কি ?"

"না সার। রাতের বেলায় পাজীটা আসে ; আর জনও মাঝে মাঝে তাকে ধরে ফেলে ; কিন্তু সেটা এমন কোন ব্যাপারই নয়, এ নিয়ে তাকে কখনও মাথা ঘামাতেও দেখি নি। তখন আমি বললাম, 'এ রকম ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না জন', আর সে বলল, 'আমাকে মন খারাপ করতেই হচ্ছে, কারণ মিঃ হেনরি এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। মিঃ হেনরি আমাকে বলেছে আমি কোন কাজের না, চোরদের ব্যাপারে আমার কর্তব্য করতে পারি না, বদমাসদের উচিত সাজা দিতেও জানি না।' আমার স্বামীর মুখে এ-কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম, আর জন তো ছুটে বেরিয়ে গেল আর বলে গেল, ভবিষ্যতে মনিবের কথামতই সে কাজ করবে, তাতে যা থাকে কপালে: হুকুম-টুকুমের ধার সে ধারবে না ; আর আমি বললাম, 'তোমাকে যা বলা হয়েছে তুমি তাই করো জন।'

"এ সম্পর্কে সে আর কিছু বলেছিল ?"

"না। সে তো গর্‌ গর্‌ করতে করতে চলে গেল ; কিন্তু আবার বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠল। সেও আর কিছু বলে নি, আর আমিও এ নিয়ে ভাবি নি। তারপরেই জন খুন হল আর মার্সে হেনরিও খুন হল। তখন আমার মনে হল, এ ব্যাপারে আরও কিছু জেনে নিলেই ভাল করতাম, কিন্তু তখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেচারি জন—তার গুলি বিঁধেছিল একপাশে, আর তার তো বুকটা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।"

"আমার তো মনে হয় মিঃ স্ল্যানিং তোমার স্বামীকে খুন করতে পারে না, কি বল ?"

"হা ঈশ্বর ! মার্সে হেনরি গুলি করবে জনকে ? তুমি তো তাহলে এ কথাও ভাবতে পার যে মার্সে হেনরি জনকে গুলি করেছিল। মার্সে হেনরি একজন ভদ্দরলোক, খুন করতে সে ঘৃণা করে। সে তো জীবনে কোন দিন বন্দুক থেকে গুলিই ছোঁড়ে নি। সে কখনও একটা বিছেকে পর্যন্ত পায়ে মাড়িয়ে মেরে ফেলে নি। সে জনকে ভালবাসত, একবার জনের অসুখ হলে এ-কথা সে নিজে আমাকে

"আমার হ জন—সে তো মার্সে হেনরি বা মার্সে আমোসের জন্য এক শ বার মরতেও রাজী হত। সর্বোত্তম অর্থেই মানুষ, আর মনিবদের জন্যই সে বেঁচে ছিল।"

মিসেস ডিগল্‌ ব্যাপারটা কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে তোমার কি কোন ধারণা আছে ?

www.BanglaBook.org

আখ চুরি করার জন্য জন যখন মাঝে-মধ্যে চোরকে পাকড়াও করত, তখন তো তার কিছু শত্রু থাকতেই পারে।"

"না, দু-একজন যারা জেলে গেছে তারাও জনকে খারাপ চোখে দেখত না। তারা তো ধরা পড়েছে দিনের বেলা কাজের সময়। আর জন—তাকে তো গুলি করা হয়েছে তারই বন্দুক দিয়ে—সেটা মনে রাখবে। জন বন্দুকটা সব সময় নিজের কাছেই রাখত, কখনও নিজের হাতছাড়া করত না।"

"তুমি কি মনে কর যে কারও পক্ষে জনের বন্দুকটা হাত করা একেবারেই অসম্ভব?"

"একমাত্র মার্সে হেনরি সেটা করত। মার্সে হেনরি যদি রাতে এসে বলত, 'তোমার বন্দুকটা আমাকে ধার দাও তো,' তাহলে জন তাকে বন্দুকটা দিত। কিন্তু মার্সে হেনরির তো বন্দুকের দরকারই হত না। বন্দুক সে ঘৃণা করত।"

"তোমার স্বামী কি কখনও তোমাকে বলেছে যে রাতের পাহারায় বেরিয়ে তার সঙ্গে মিস্টার স্ল্যানিং-এর দেখা হয়েছে?"

"কখনও না সার। এ রকম কোন মজার ঘটনা ঘটলে সে নিশ্চয় আমাকে বলত, কারণ মার্সে হেনরি ও মার্সে আমোস, তারা তো কখনও রাতের বেলায় আখ-ক্ষেতে যায়ই না।"

"ব্যাপারটা কি হতে পারে সে সম্পর্কে তোমার বন্ধুরা কেউ কিছু বলেছে কি?"

"তারা সব হাঁদারাম। তারা মনে করে, শয়তান এসে মার্সে হেনরিকে বলেছিল রাতের বেলা আখ-ক্ষেতে যেতে আর জনের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি ঢুকিয়েছিল তাকে গুলি করতে; তারপরে শয়তানই গুলি করেছে জনকে; কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তখন কি করছিলেন? মার্সে হেনরি আর জন দুজনই খুব ভাল মানুষ; তারা তো এখন স্বর্গে বাস করছে—মাথায় সোনার মুকুট, সোনার ডানা, আর সোনার বীণা হাতে নিয়ে; কিন্তু বজ্জাত খুনীটার তাতে কি সুখটা হল? সে তো এখন নরকে গিয়ে পচে মরছে।"

"এ ব্যাপারে সলি লসনের হাত আছে বলে তুমি মনে কর না?"

"সে সব আমি কিছু জানি না। সেও তো খুন হয়েছে, কাজেই সে কি করেছে না করেছে তা কেউ কোন দিন জানতে পারবে না।"

"সে কি আখ চুরি করার মত লোক ছিল?"

"সে অনেক আখ চুরি করেছে, সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি মাসা; কিন্তু মার্সে হেনরির বিরুদ্ধে সে কখনও কিছু করবে না—মার্সে হেনরি অনেকবার তাকে সাহায্য করেছে। নিগাররা আখ চুরি করে, কারণ তারা ভয়ংকর বোকা; তারা যে কত খারাপ তা নিজেরাই জানে না, কিন্তু কখনও ভদ্দরলোকদের বিরুদ্ধে লাগে না। ওই যে বেচারি সলি—সে যদি দেখে যে কেউ জনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে, অথবা মার্সে হেনরির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে, তাহলেই তাদের সাহায্য করতে ছুটে যাবে, সেটা আমি ভালই জানি।"

www.BanglaBook.org

তার নাকে-কান্না চলতেই থাকল—তার জ্ঞানের নাড়ি বেশ টনটনে ; তাকে দেখলে কষ্ট হয়, কারণ কথা বলতে বলতে সে বার বারই কাঁদছিল। স্বামীর মৃত্যুর শোকটা তার ব্যক্তিগত, ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তা ছিল না, কারণ আমোস স্ল্যানিং তার ও তার সন্তানদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কয়েকদিন পরে তদন্তপ্রসঙ্গে আরও একটি দুঃখী কালা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—নিহত সলি লসনের মা।

সে বাস করত সাগরতীরের অদূরে প্রবাল-পাহাড়ের সিঁড়িগুলোর পাশে। তার ঘরের চারদিকের পোড়া মাটিতে ফণিমনসা ও বড় বড় মুসব্বর গাছের জঙ্গল। বড় বড় কাঠ-ফড়িং লাফাচ্ছে, অলসভাবে উড়ছে, তাদের গায়ে রোদ পড়ে চকচক করছে : গিরগিটিরা রোদ পোয়াচ্ছে ; চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। একটা কালো ছাগল দাঁড়িয়ে আছে, খালের শুকনো খাতে একটা ব্যাঙ লাফাচ্ছে। মুসব্বর গাছের মোটা পাতায় ছুটির যাত্রীরা তাদের নামের আদ্য অক্ষরগুলি লিখে রেখেছে ; প্রেমিকরাও খোদাই করে রেখেছে তাদের নাম।

মিসেস মেরি লসনের ঘরটা তার ছেলের খুনের জায়গার কাছেই। ছোটখাট, শুকনো চেহারার এই নিগ্রো-রমণী একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছিল—এক বুড়ো নাবিক উপকূল বাণিজ্যের কাজ ছেড়ে দিয়ে "পেলিক্যান"-এ কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। মেরি নতুন কিছুই বলতে পারল না ; তবে সলি সম্পর্কে অন্যরা যা বলেছিল সেটাই সমর্থন করল।

"সে কি হেনরি ভাইদের পছন্দ করত ?"

'সে তাদের ভালবাসত, এত ভাল আর কাউকে বাসত না। সে কথা সে আমাকে হাজারবার বলেছে। সারা জগৎই তো তাদের ভালবাসত—পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তাদের আঘাত করতে পারে। আরে সলি যদি দেখত যে কেউ মার্সে হেনরির বা মার্সে ডিগলে-এর কোন ক্ষতি করছে তাহলে সে তাদের ছেড়ে দেবে না, এমন কি তাকে খুন করতেও কসুর করবে না।"

"সে কি জন ডিগলেরও বন্ধু ছিল ?"

"হ্যাঁ সার, সে মার্সে ডিগলেরও বন্ধু ছিল। মার্সে ডিগলেও খুব ভদ্দরলোক ; আমার ছেলেকে ভাল চোখেই দেখত।"

"কিন্তু ধর, মার্সে ডিগলে যদি তোমার ছেলেকে আখ চুরি করতে দেখে ফেলত ?"

"তাহলে মার্সে ডিগলে সলিকে ধরে হাজতে পুরত। ঈশ্বর আমার সলিকে ক্ষমা করুন, এ রকমটা দু-একবারই ঘটেছে ; কিন্তু শাস্তি দেবার পরে জন সলিকে ক্ষমা করেছে এবং তারপরে মার্সে ডিগলের উপর রাগ পুষে রাখে নি। যা হয়ে গেছে তা তো শেষ হয়েই গেছে সার।"

"তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে সলি রাতের বেলা আখ চুরি করত না ?"

"না সার। সে কথা বলব না। তা করতে পারে ; তবে আমার তা মনে হয় না। সে বাড়ির অতদূরে যাবে বলে আমি মনে করি না। আমার মনে হয় কোন খারাপ লোকের সঙ্গে সলির ঝগড়া

www.BanglaBook.org

হয়েছিল, সেই সলির জন্য ওৎ পেতে ছিল, এবং সে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তার উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে খুন করেছিল।"

"একাধিক লোক কি ?"

"হ্যাঁ, কারণ সলি খুব দ্রুতগতি ও শক্তিশালী। এ অঞ্চলে এমন কোন নিগার নেই যার গায়ে এত জোর যে একাকি মাত্র একটা ছুরি নিয়ে আমার সলিকে খুন করে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। সে কাজটা করতে ছয় সাত জন লোকের দরকার।"

"এমন কারও নাম কি করতে পার তোমার ছেলের উপর যার রাগ ছিল ?"

"না সার, এমন কেউ নেই। ইদানিং সে খুব ভাল ছেলে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ না কেউ তো কাজটা করেছে। আমার মনে হয়, যে নাবিকরা পরদিনই জাহাজ ছেড়েছিল, হয়তো তারাই এ কাজ করেছিল।"

"এমন কোন মেয়ের কথা কি জান তোমার ছেলের উপর যার নজর ছিল, বা তোমার ছেলের সঙ্গে যার ঝগড়া হয়েছিল ?"

"অনেক মেয়ে আছে সার ; কিন্তু এখন জর্জটাউনে মাত্র একটি মেয়ের সঙ্গেই তার মেলামেশা আছে ; সলি ছাড়া তার আর কোন বন্ধু নেই, আর সেও সলিকে খুব ভালবাসে।"

"সলি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত ?"

"খুব ভাল ও সদয় ব্যবহার। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, সেও এই কথাই বলবে।"

জন ডিগল্ ও সলি লসনের চরিত্র ও ইতিবৃত্ত সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে যা জানা গেল তাতে স্ত্রী ও মার কথারই সমর্থন পেলাম। নিরপেক্ষ সাক্ষীরাও তাদের সঙ্গে এবং আমোস স্ল্যানিংয়ের সঙ্গে একমত হল। এটা সত্যি এক অদ্ভুত যোগাযোগ যে মৃত তিনটি মানুষের কারও কোন অসৎ বা বিপজ্জনক সমাজবিরোধী মানসিকতা ছিল না। বর্ণ-শংকর যুবকটি যদিও উচ্ছৃংখল প্রকৃতির ছিল এবং অল্প-বিস্তর কুখ্যাতিও তার ছিল, তবু এটা ভাবাই যায় না সে হঠাৎই এমন কোন শত্রু তৈরি করে ফেলল যে পাপে তাকে জীবনটাই দিতে হল। নিগ্রোরা মুখে অনেক বড় বড় কথা বলে ; কিন্তু শুনেছি তারা কদাচিৎ খুন-জখম পর্যন্ত অগ্রসর হয়, হতভাগ্য সলিকে যে পূর্বপরিকল্পিত হত্যার শিকার হতে হয়েছিল সে রকম ঘটনার কথা তো দ্বিতীয়টি শোনা যায় না। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি ঘটেছে ; আর ঘটেছে কোন চিহ্ন বা সূত্র না রেখে, কারও উপর কোন রকম সন্দেহের ছায়া না ফেলে এবং কোন একটি মানুষকেও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিলমাত্র না জড়িয়ে। তাতেই স্থানীয় পুলিশ একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

পুলিশের এই ভদ্রলোকরা বেশ বুদ্ধিমান, যে ভাবে তারা তদন্তের কাজ চালিয়েছেন তাও বেশ কার্যকরী এবং প্রথাগত পদ্ধতিতেই করা হয়েছে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা, সব পরিশ্রমই বৃথা হয়ে গেছে ; এমন কি একশ' একজন সখের গোয়েন্দাও এই রহস্যের সমাধানে আত্মনিয়োগ করে কোন রকম আলোকপাত করতে পারে নি।

www.BanglaBook.org

আমি দেখলাম, অধিকাংশ মানুষই স্ল্যানিং ও ডিগলের মৃত্যুকে সলি লসনের মৃত্যু থেকে আলাদা করে দেখেছে। বস্তুত, যে বস্তুটি তিনটি মৃত্যুকে একটি সূত্রে বাঁধতে পারত সেটা ছিল একস্তূপ কাটা আখ যা পড়েছিল সেই জায়গাটার কাছে যেখানে হেনরি স্ল্যানিং ও তার পাহারাদারের দেহ পড়েছিল। কিন্তু কাজটা দেখলে মনে হয় এটা কোন নৈশ ডাকাতের কাজ যে হঠাৎই ধরা পড়ে গিয়েছিল, আর একথা কেউ বলতে পারে না যে সেই লোকটি সলি। আর তা যদি হতও তাহলেও এটা খুবই নিশ্চিত যে সে কদাপি তার মনিবের বা রাত-পাহারাদারের প্রাণ-হানির চেষ্টা করত না। বস্তুত, "পেলিক্যান" জমিদারীর বা অন্য কোন শিল্পোদ্যোগের হিসাবের খাতায় এমন কোন লোকের নাম পাওয়া যাবে না যাকে এ রকম একটা অপরাধসাধনে সক্ষম বলে মনে করা যেতে পারে। আখ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়াটা ইথিওপীয়দের চোখে একটা মার্জনীয় অপরাধ। একজন শ্বেতকায় মানুষ আখ চুরি করবে—সেটা এক সুদূর সম্ভাবনা; তবু কিছু লোক মিসেস লসনের সঙ্গে একমত যে এক বা একাধিক নাবিক এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। অবশ্য এ মতকে সমর্থন করার মত কোন কিছুই পাওয়া যায় নি।

হেনরি স্ল্যানিং কেন সে রাতে বাইরে বেরিয়েছিল সেটাই আমার কাছে সব চাইতে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল; আর সেই অস্বাভাবিক পদক্ষেপের একটা কারণ বের করতে পারলে অন্য অনেক কিছুই তার থেকে বেরিয়ে আসত; কিন্তু সেরকম কোন কারণই পাওয়া গেল না; এক বিভ্রান্তিকর তদন্তে নেমে প্রতিটি বাঁকের মুখে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের একটা ফাঁকা দেয়াল এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে; যদিও এই রহস্যের জালের প্রতিটি গোপন ঘটনারই উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অবশ্যই ছিল, কিন্তু সেটা আবিষ্কার করা আমার সাধ্যের অতীত বলেই প্রমাণিত হল। এটা খুব পরিষ্কার যে রাতের রোঁদের সময় জন ডিগলকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জেনেই হেনরি স্ল্যানিং সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু সে কি সত্যি সত্যি ডিগলের খোঁজেই গিয়েছিল না অন্য কারও খোঁজে সেটাই কোন দিন জানা যাবে না, যদি না কোন জীবিত পুরুষ বা নারী সে তথ্যটি জানায়। কিন্তু সেরকম কেউ এল না; সব রকম সাক্ষ্য-প্রমাণের একটা অসাধারণ অভাব অনুভব করতে লাগলাম; এ সব ব্যাপারে দশটির মধ্যে নটি ক্ষেত্রেই আকস্মিকভাবেই এমন কিছু ঘটনা ঘটে বা এমন কিছু দৃশ্য চোখে পড়ে যার উপরে প্রথম পদক্ষেপটা করা যায় এবং সেখান থেকেই অনুসন্ধানের একটা পথ খুলে যায়, অথবা অনেকগুলি সূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু আমার বেলায় সে সব কিছুই ঘটল না। কেউ কোন রকম সাক্ষী দিল না; আসলে তদন্তের চতুঃসীমাতেই কেউ এল না। আমার সম্মুখে পেয়েছি কেবল তিনটি নির্লজ্জ, পরিকল্পনামাফিক খুন যা একই রাতে ঘটেছে একটা ছোট দ্বীপে, অথচ তার উদ্দেশ্যের ছায়ামাত্রও চোখে পড়ছে না এবং কোন জীবিত মানুষের দিকেই একটি সন্দেহের আঙুলও নির্দেশ করা যাচ্ছে না।

ছটি সপ্তাহ ধরে কঠোর ও আন্তরিক পরিশ্রম করেও কিছুই করতে পারলাম না। ফলে আত্ম-বিশ্বাসেও ফাটল ধরল। আমার তদন্তকার্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। আমার বারবাডোজে অবস্থানের ছয়

www.BanglaBook.org

সপ্তাহ কালের শেষ সপ্তাহটি আমি আমোস স্ল্যানিংকে নিয়েই কাটিয়ে দিলাম। ব্যক্তিগতভাবে সে আমার প্রতি খুবই সদয় ছিল ; সে বার বার অনুরোধ জানাল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছেড়ে যাবার আগে আমি যেন তার অতিথিরূপে "পেলিক্যান" জমিদারীতেই আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই। আমার ব্যর্থতায় সে নিজেও হতাশা প্রকাশ করল, যদিও আমার নিজের স্বীকৃতির চাইতে সেটা বড় কথা নয়। এটা খুবই সত্য যে এ ধরনের কাজের প্রতি প্রবৃত্তিগত ও সহজাত আকর্ষণ ও শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও, এবং অনেকগুলি ছোটখাট কাজে মোটা সাফল্যের মুখ দেখলেও এখানে আমি পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছি।

আমি হার স্বীকার করলাম, তবু আশা করলাম যে আমার "চিফ" এ ব্যাপারে অধিকতর ভাগ্যবান হবেন। গৃহস্বামীর সঙ্গে হেনরি স্ল্যানিং সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। তার চরিত্রের কিছু কিছু নতুন তথ্যও জানতে পারলাম। যাই হোক, দেশে ফিরে যাবার আগে মৃত লোকটির একখানি ফটোগ্রাফ সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলাম। যে ছবিখানি সে আমাকে দিল চেহারার দিক থেকে সেটা আমোসের খুবই কাছাকাছি কিন্তু মুখের ভাবটা অন্য রকম—সূক্ষ্মতর ও বিষণ্ণতর। সে মুখে বুঝি বাসা বেঁধেছিল অশান্তি ; দেখেই মনে হয়, এ মানুষ জীবনের উচ্চাকাংখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবু তার মুখে মানববিদ্বেষের ছায়া পড়ে নি, মুখখানি তার ভাইয়ের মতই সদয়, কিছুটা দৃঢ়তর। ফটোখানি তোলা হয়েছিল স্ল্যানিংয়ের প্রেম-পর্বের আগে, আর আকস্মিকভাবেই আমার হাতে এসেছিল সে দ্বীপ ছেড়ে স্বদেশ যাত্রার ঠিক দুদিন আগে। ভাইয়ের জিনিসপত্র খুঁজতে খুঁজতে আমোস একটা দিন-পঞ্জী পেয়েছিল। তাতে অনেক কথাই লেখা ছিল। একমাত্র হেনরির প্রেম-পর্বের কথা ছাড়া। তা ছাড়া সে খুঁজে পেল একটা পাণ্ডুলিপির স্তূপ—নানা বিষয়ে একটি বুদ্ধিজীবী মানুষের চিন্তা-ভাবনার নিদর্শন। হেনরি স্ল্যানিংয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকেই লোকটির চিন্তা-রাজ্য সম্পর্কে একটা ধারণা আগেই আমার মনে গড়ে উঠেছিল ; লেডি ওয়ারেণ্ডার আমার সে ধারণাকে সমর্থনও করেছেন। তার বইপত্রের অধিকাংশই দর্শন বিষয়ক। নিটসে রচনাবলীর ইংরেজী সংস্করণের বিশটি খণ্ড সমেত বিভিন্ন জার্মান লেখকের অনুবাদও দেখলাম। এরিস্টটল এবং প্লেটো সমেত গিলবার্ট মারে-র গ্রীক বিয়োগান্ত নাট্যকারও বেশ ভালভাবেই তার পড়া ছিল। তার নিজের লেখাও পেলাম। বিচিত্র সব উদ্ধৃতিসহ সেই লেখা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এবং লেখক-চরিত্রের প্রকাশে উজ্জ্বল। প্রেম, ভালবাসা, উচ্চাভিলাষ, ধৈর্য, কর্তব্য, আত্মহত্যা, ন্যায়বিচার, স্বাধীন চিন্তা এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে সে লেখালেখি করেছে।

সেই মোটা মোটা বইগুলিও আমি চেয়ে নিলাম, কারণ আমার ধারণা দুভীন যখন হেনরি স্ল্যানিংয়ের হত্যা নিয়ে তদন্ত শুরু করবেন তখন এগুলি তার খুব কাজে লাগবে। আমোসও সন্তুষ্ট মনেই বইগুলি আমাকে দিল।

তারপরেই আমি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছেড়ে এলাম (জামাইকা থেকে ফিরতি-যাত্রায় "উন" নামক জাহাজে চেপে)। সঙ্গে নিয়ে এলাম অনেক সদয় ব্যবহার ও শোভন আচরণের সুখ-স্মৃতি, আর দু-একজনের প্রকৃত বন্ধুত্বের সৌভাগ্য—যারা আজও আমার বন্ধুস্থানীয়।

www.BanglaBook.org

আমার এই একান্ত ব্যর্থতার একটা সুফল অবশ্য পেলাম ; এর ফলে মাইকেল দুভীনের উৎসাহ ও আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। আমার ব্যর্থতায় তিনিও কম বিস্মিত হন নি।

দুভীন আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

বললেন, "এবার দেখতে হবে তুমি ক্ষমার যোগ্য কিনা। তুমি তো আমার কৌতূহলটা জাগাতে পেরেছ, আর তোমার তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমি যখন কাজে নামব তখন হয় তো ভাল করে বুঝতে পারব না তুমি নিজেকে যতটা ব্যর্থ মনে করছ আসলে তা নাও হতে পারে। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই করার আছে। কোন অসুবিধা না থাকলে এক সপ্তাহ পরে চলে এস। এখানেই ডিনার খাবে ; আর তখনই শুনতে পাবে তোমার শাস্তি অথবা মুক্তির কথা।"

দিনটাকে তিনি আরও এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিলেন এবং আমাকে দেখা করতে বললেন তার আপিসে। সেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আমি তার উত্তর দিলাম ; তিনি কোন মন্তব্যই করলেন না।

তারপর তার সঙ্গে বসে ডিনার খেলাম। খাওয়া শেষ হলে তিনি আমাকে নিম্ন-বর্ণিত প্রতিবেদনটি পড়ে শোনালেন।

"আমি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি", তিনি বললেন।

"সমাধান ?" আমি ঢোক গিললাম।

"সে সমাধানে আমি সন্তুষ্ট ; তুমি যদি সন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি হতাশ হব। তোমার কোন দোষ নেই। আমি নিজে যা করতাম, বা যা আমার করা উচিত, তাই তুমি করেছ। যার অভাব তোমার ছিল সেটা হচ্ছে এই রহস্যের টুকরো টুকরো তথ্যগুলি সংগ্রহ করার পরে সেগুলোকে একত্রে গেঁথে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংযোজনের অন্তদৃষ্টি—এই মাত্র।"

"তাহলেই সব হত।"

"ঠিক তাই। তোমার মন যা বলেছিল সেটাকেই অনুসরণ করা উচিত ছিল, তা না করে তুমি সে পথটাকেই পরিহার করেছ।"

"কিন্তু নিঃসর্ত ঘটনার বিরুদ্ধে কেমন করে আমি সেটাকে অনুসরণ করতে পারতাম ?"

"প্রিয় বন্ধু হে, কোন ঘটনাই নিঃশর্ত নয়।"

"কিন্তু হত্যা তো আত্মহত্যা হতে পারে না।"

"খুন আত্মহত্যা হতে পারে, আত্মহত্যাও খুন হতে পারে। হঠাৎই কোন সিদ্ধান্ত করে বসো না। তোমার চুরুটটা ধরিয়ে মন দিয়ে শোন। এই প্রতিবেদন নিয়ে আমি খুশি ; যদিও এটা খুবই সম্ভব যে কেবলমাত্র আমরা ছাড়া আর কেউ এর সত্যিকারের মূল্য দেবে না। আমোস স্ল্যানিং-য়ের যে বর্ণনা তুমি দিয়েছ তাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস সেও তা দেবে না। সুতরাং আমরা যেন কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না করি।"

তারপর রহস্যটির যে সমাধান তিনি করেছেন সেটা আমাকে পড়ে শোনালেন।

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

"একমাত্র খুব ঘনিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়েই এই সমস্যার একটা সমাধানে পেঁছিনো সম্ভব ; মিঃ হেনরি স্ল্যানিং-এর জটিল চরিত্রের একটা ধারণা গড়ে তোলার মত যথেষ্ট মাল-মশলাই হাজির আছে ; আর তার মৃত্যুর উপরেই যে অপর দুজন, জন ডিগ্‌লে ও সলি লসনের মৃত্যু নির্ভর করছে সেটাও যথাসময়েই বোঝা যাবে। মিঃ হেনরি সম্পর্কে যে সমস্ত লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে কেবল তা থেকেই নয়, তার নিজের লেখালেখি ও চিন্তা-ভাবনা থেকেও তার একটা পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে ; বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তার সম্পর্কে যে ধারণা আমি গড়ে তুলছি তা থেকেই আমি তার এবং অপর দুজনের মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে নতুন করে সাজিয়েছি।

"বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, সলি লসনের মৃত্যু বৃহত্তর সমস্যারই একটি অংশ, কারণ তার মধ্যেই আমি দেখতে পেয়েছি সমস্ত ব্যাপারটার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশকে। আকস্মিকভাবেই এই শোচনীয় ঘটনার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছিল, আর সে না থাকলে তিনটির বদলে আমরা পেতাম মাত্র একটি মৃত্যুকে এবং একটি আকর্ষণীয় মনস্তাত্ত্বিক বিয়োগান্ত নাটককে, কোন রহস্যই তার মধ্যে থাকত না। কারণ যে রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে বসেছি সেটা মানুষের কোন পূর্বপরিকল্পিত কাজ নয়, আকস্মিকতার অন্ধ ক্রিয়াকলাপের ফল মাত্র।"

"অতএব প্রথমে চরিত্র-বিশ্লেষণের দিকেই নজর দেওয়া যাক, এবং তিনটি মৃত্যুকে পর পর বিচার করা যাক। আমি দেখাব, আমাদের কাজ কেবল তাদের নিয়েই। কোন অদৃশ্য শয়তান এর পিছনে লুকিয়ে নেই ; একমাত্র আমি ছাড়া অন্য কোন জীবিত মানুষ এখনও পর্যন্ত এই রহস্যকে ধরতে পারে নি। তাদের কৃতকর্মের জন্য একমাত্র এই তিন জনই দায়ী ; অথবা এটা বলাই ঠিক যে হেনরি স্ল্যানিংয়ের একটা উৎকট কাজই অপর দুজনের মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল।"

"হেনরি স্ল্যানিংকে আমরা দেখেছি একজন সংস্কৃতিবান ও রুচিবান মানুষ রূপে। মিসেস জন ডিগ্‌লে তার সম্পর্কে বলেছে যে 'সে একটা কাঁকড়া বিছেকেও পায়ের নীচে পিষে মারতে পারত না।' সে ছিল তীক্ষ্নবুদ্ধি, সুচতুর ও বিষয়ী ভাল মানুষ। সম্পদের শক্তি সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল, কিন্তু তার অপব্যবহার করে নি। মানবতাবোধ ও নিজের কর্মচারীদের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে কঠোর পরিশ্রম করত। সে উদার, চিন্তাশীল ও দয়ালু-হৃদয় ; তার যে উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল তাও নয় ; আমরা দেখতে পাই, সে বারবাডোজে সরকারী পদ গ্রহণ করেছে এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে অনেক সময় ব্যয় করেছে। এই হচ্ছে বাইরের মানুষটা, তার ভাই, তার বন্ধুরা পরিচিতজনরা এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই পরিচিত ছিল ; কিন্তু আর এক হেনরি স্ল্যানিংও আছে—একজন অনুসন্ধিৎসু 'বুদ্ধিজীবী', অদ্ভুত সব জ্ঞানের পিছনে নিয়ত সন্ধানরত, বহু গ্রন্থের পাঠক এবং কতকগুলি বিশেষ বিষয়

www.BanglaBook.org

নিয়ে তীব্র চিন্তায় মগ্ন। নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ; কিন্তু কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সে বিশেষভাবে মোহগ্রস্ত, এবং মনে হয় একটি বিষয় যেন তাকে অবিরাম তাড়া করে ফিরত। বিষয়টি অসুস্থ মানসিকতাকেন্দ্রিক, পঁয়ত্রিশ বছরের একটি ধনী, সুস্থ, জনপ্রিয় যুবকের সঙ্গে তাকে জড়ানো চলে না ; কিন্তু যেটা ঘটনা তাকে তো সন্দেহ করা যায় না, কারণ স্বাধীনভাবে তদন্তের কাজে নেমে আমার সহকর্মীটি নানা সূত্র থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, শুধু তাই নয়, হেনরি স্ল্যানিংয়ের স্মৃতি-চারণের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমরা এই বিষয়টির উল্লেখ দেখতে পাই। এই বিষয়টি সম্পর্কে সে স্বয়ং একটা স্পষ্ট মতেরও পক্ষপাতী ; স্বীয় মতের সমর্থনে সে যত রাজ্যের নিষিদ্ধ সাহিত্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, এমন কি খৃস্টধর্মের ইতিহাসেও তার সিদ্ধান্তের সমর্থন খুঁজে পেয়েছে।"

"সেই কথাতেই আমরা ফিরে যাব। প্রথমেই দেখা দরকার হেনরি স্ল্যানিংয়ের কাছে যা ছিল নিছক বিমূর্ত ও শিক্ষাগত আগ্রহ সেটাই কেমন করে একটা ব্যক্তিগত সমস্যা ও ব্যক্তিগত প্রলোভনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। জীবনে যা কিছু ভোগ করার তার স্বাদ সে পেয়েছিল, আর স্বীয় উচ্চাভিলাষের শিখরেও পৌঁচেছিল, আর ঠিক তখনই তার জীবনে এল একটা নতুন ও প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। এই প্রথম সে প্রেমে পড়ল। তার ভাই আমাদের নিশ্চিতভাবেই জানিয়েছিল যে আগে কখনও সে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগের কথা বলে নি বা আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করে নি। যদিও এ কথার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই এবং যদিও আমরা যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে এ-কথা বলতে পারি না যে হেনরি আগে কখনও ভালবাসে নি, তবু এটা যুক্তিসম্মতরূপেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মিস মে ওয়ারেণ্ডারের সঙ্গে প্রেমে পড়ার আগে কোন বড় রকমের হৃদয়াবেগ তাকে অভিভূত করে নি।

"এটা নিশ্চিত যে মিস মের সঙ্গে সে গভীর অনুরাগে জড়িয়ে পড়েছিল, যদিও তার সংযত ও স্পর্শকাতর প্রকৃতি একমাত্র সেই তরুণী ছাড়া অন্য সকলের কাছ থেকেই ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিল। তার অনুরাগকে সে এত নিপুণতার সঙ্গে, এত বিনয় সহকারে এবং এত রুচিসম্মতভাবে প্রকাশ করত যা তার মত মানুষের কাছেই প্রত্যাশা করা যায়। দেবার মত অনেক কিছুই তার ছিল, আর তার অনুরাগের পাত্রীটিও ছিল অনভিজ্ঞ এবং নিজেই বলেছে যে অনেক দিন পর্যন্ত এই বন্ধুত্বের প্রকৃত তাৎপর্যই সে বুঝতে পারে নি। যে সব মেয়ে ভালবাসার অর্থই জানে না তারা কখনও তাকে প্রত্যাখ্যান করতেই পারে না। মিস মে-ও না বুঝেই হেনরির উপহারগুলি হাত পেতে নিত, আর তা থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি যে তার ভালবাসা যে সাদরেই গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে হেনরির মনে কোন সন্দেহ ছিল না।"

"মিঃ স্ল্যানিং যখন শুনল যে তার সব আশাই বৃথা হয়ে গেছে তখন যে গভীর হতাশা তাকে চেপে ধরেছিল সেটার উপরেই আমি জোর দিতে চাই ; আমার বিশ্বাস, এই সংবাদটি যে প্রচণ্ডতার সঙ্গে তাকে আঘাত করেছিল তাতে তার মত মানুষ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল আর বেঁচে থাকাটাই তার কাছে মনে হয়েছিল একটা অসহনীয় অত্যাচার। সেই সংকট-মুহূর্তে সে আশ্রয় খুঁজল তার দার্শনিক মনস্কতার কাছে ; যে ভাগ্য তাকে এতকাল দিয়ে এসেছে সদয় ব্যবহার, সেই ভাগ্যের

www.BanglaBook.org

হাতে এই নিষ্ঠুর আঘাতের ফলে দার্শনিক তত্ত্ব তার কাছে আর চিন্তার ব্যাপারমাত্র রইল না, হয়ে উঠল কর্মের প্রেরণা।

"সেই কর্ম-প্রেরণা, যা বার বার তার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলতে লাগল, সেটা আত্মহত্যা। এই ব্যাপারটা তার নিজের লেখায় হাজারবার প্রকাশ পেয়েছে। বার বার সে লেখা শুরু করেছে অন্য কোন বিষয় নিয়ে অথচ মধ্যাহ্নের অপচ্ছায়ার মত ভালবাসা, আশা, বিশ্বাস, সম্মান, কর্তব্য ও অন্য নানা উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে বার বার এসে পড়েছে আত্মহত্যার আলোচনা। সে চিন্তাকে সে কোন মতেই এড়াতে পারে নি; এই বিষয়বস্তুটির প্রতি তার এমনই একটা মোহ ছিল যে বার বার সে ওই একই আলোচনায় ফিরে গেছে। এই বিষয়টি তার চিন্তাকে বিষাক্ত করে তুলেছে; তার চিন্তার সুচারু বুনটের মধ্যে এটা যেন একটা কালো সুতোর পড়েন। এই বিষয়টির কোন বড় দৃষ্টান্ত এবং অর্থপূর্ণ উল্লেখের সন্ধানে সে সাহিত্যের অঙ্গনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে।

"বড় বড় পৌত্তলিকের মত সেও মনে করত যে অভাব, অসম্মান ও যন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে থাকাটাই মূর্খতা। তার লেখায় শুনতে পাই কেটো, পম্পোনিয়াস এটিকাস, ও এপিকিউরাস-এর প্রতিধ্বনি। সেনেকার কথা উদ্ধৃত করে সে লিখেছে: 'অভাবের মধ্যে বেঁচে থাকা বড়ই শোচনীয়, আর তার কোন প্রয়োজনও নেই।' মার্কাস অরেলিয়াস-এর সঙ্গে সে একমত যে ঘরে যদি আগুন লাগে তাহলে বিজ্ঞজন সে ঘরই পরিত্যাগ করে। কুইন্টিলিয়ন-এর সঙ্গে সেও বলে, 'নিজের দোষে ছাড়া কোন মানুষ কষ্ট ভোগ করে না।' কিন্তু আত্মহত্যার স্বপক্ষে কেবলমাত্র পৌত্তলিকদের সমর্থনেই সে সন্তুষ্ট ছিল না; মেদে ও পারসিকরা, গ্রীক ও রোমানরা এ বিষয়ে যে তারই পাশে আছে সেটাও তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে নানা দৃষ্টান্ত খুঁজেছে ইহুদিদের পবিত্র রচনার মধ্যে, আর এপোক্রাইফা-তে পেয়েছে একটি বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টান্ত যেখানে জেরুজালেমের এক প্রধান নায়ক নিজেকে হত্যা করেছে, আর সে জন্য ইতিহাস তাকে প্রশংসা করেছে। খৃস্টীয় গির্জার কাছ থেকে আলোকপাতের চেষ্টাও সে করেছে— সন্তসুলভ আত্ম-হননের জন্য পেলাজিয়া ও সেফ্রোনিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে; আর পুরুষদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে জ্যাক্ দু চাস্তেলের নাম; তিনি ছিলেন সয়সোঁর বিশপ, আর একাকি একটি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বীয় ধর্মবিশ্বাসের জন্য সগৌরবে 'ফেলো-দ-সে' (আত্মহনন) করেছিলেন। আত্মহত্যার স্বপক্ষে জন ডোন-এর বিখ্যাত রচনা 'রিয়াথানাতোস' থেকেও সে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছে।

"তারপর সিসেরোর এই বাণী দিয়ে সে তার বক্তব্যের উপসংহারে লিখেছে যে একজন বিজ্ঞ মানুষ যখন সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে তখনই এ জীবনকে ত্যাগ করা তার পক্ষে বিধেয়। একটি মানুষের যতদিন বেঁচে থাকা উচিত তার চাইতে আগে বা পরে যদি তার মৃত্যু হয় তো উভয় ক্ষেত্রেই সে সমান ভীরু—যোসেফাস-এর এই ভক্তিকে কেন্দ্র করেই সে তার শেষ সুচিন্তিত প্রবন্ধটি লিখেছে।

"অতএব হেনরি স্ল্যানিং সম্পর্কে আমি এই কথাই বলতে চাই যে প্রেমে হতাশ হয়ে সে জীবনের সব রস হারিয়ে ফেলে এবং স্থির সিদ্ধান্ত নেয় যে নিজেকেই শেষ করে ফেলবে; তার দার্শনিক মতবাদও

www.BanglaBook.org

তাকে এই পথ বেছে নিতেই প্রলুব্ধ করেছে। ভাগ্যহত ভদ্রলোকটিকে তার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে রেখেই কয়েক মুহূর্তের জন্য 'পেলিক্যান' জমিদারীর এই শোকাবহ ঘটনার অপর দুটি শিকারের প্রতি আমাদের মনোযোগকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি।

"রাত-পাহারাদার জন ডিগলে-এর বেলায় চরিত্রঘটিত কোন ঝামেলাই নেই। সে সহজ, সরল, একমুখী মানুষ, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনা যাবে না—সে সৎ স্বামী, সৎ পিতা, এবং বিশ্বস্ত ও সৎ ভৃত্য। বাপ-ঠাকুর্দার পদাংক অনুসরণ করে সে কাজকর্ম করেছে একটি লক্ষ্য সম্মুখে রেখে—মনিবের কল্যাণসাধন। তাদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল মনিব-ভৃত্য সম্পর্কের চাইতেও ঘনিষ্টতর। তারা তাকে মূল্যবান মনে করত, এবং নানাভাবে তাদের ব্যক্তিগত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশও পেয়েছে।

"এই নিগ্রোটির কাজ ছিল রাতের বেলা আখের ক্ষেত পাহারা দেওয়া, আর সেই কাজের প্রসঙ্গেই আমরা জানতে পেরেছি একটি পুরনো অলিখিত আইনের কথা—চোররা ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকি নিয়েই চুরি করতে আসত। সেই পুরনো আমলে এই সব হাত-টানে দক্ষ ভদ্রলোকদের জীবনহানি কোন অসাধারণ ঘটনা ছিল না। একশ' বছর আগে মানুষ-ধরা ফাঁদ ও স্প্রিংয়ের বন্দুক আইনসম্মত পথেই ব্যবহার করা হত; কিন্তু আজকের দিনে সে সব বর্বরসুলভ যন্ত্রপাতি আইনের ধাক্কাতেই বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। ক্রীতদাস-পূর্বকালের সেই সব বিধি-ব্যবস্থাও লোপ পেয়েছে। আমরা এটা ধরেই নিতে পারি যে অতীব তীব্র ক্ষোভের কারণ ঘটলেও জন ডিগলে একটা চোরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে পারে না।

"এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। বারবাডোজে মিসেস ডিগলে যে কথা বলেছিল সেটা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করা দরকার।

"কোন্ কথা?"

"একদিন তার স্বামী বাড়ি ফিরে প্রাতরাশের সময় মুখ ভার করে বসেছিল। প্রথমে সে কোন অসুবিধার কথা বলতে চায় নি; কিন্তু স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে সে আখ-চোরদের গালিগালাজ করে এবং বলে যে তাদের নিয়ে সে মহা ফ্যাসাদে পড়েছে, কারণ মিঃ হেনরি স্ল্যানিং তাদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মিঃ হেনরি ডিগলেকে বলেছে যে সে তার কাজ ঠিকমত করছে না, আর চোরদের কিভাবে সাজা দিতে হয় তাও ভুলে গেছে।

"অতএব দুর্ঘটনার ঠিক আগে জন ডিগলে তার কাজের গাফিলতির জন্য বকুনি খেয়েছিল এবং স্থির করেছিল, কপালে যাই থাকুক সে মনিবের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সেটা আমরা এখনই জানতে পারব; সেই হুকুমটা কি ছিল এবং আমি মনে করি হেনরি স্ল্যানিং ডিগলেকে যে কাজ করার হুকুম দিয়েছিল সেটা ডিগলে আশাই করতে পারে নি। হুকুম পেয়ে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল, আর কেন অবাক হয়েছিল সেটাও আমাদের দেখতে হবে। প্রথম কথা, এটা হতে পারে না যে স্ল্যানিং আখ-চুরির মত একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে; দ্বিতীয় কথা, এটা আরও অসম্ভব

www.BanglaBook.org

যে তার মত একজন মানুষ এই সব তুচ্ছ চুরি বন্ধ করার জন্য বহুদিন অপ্রচলিত কঠোর ব্যবস্থাগুলিকে নতুন করে চালু করতে চাইবে। এদিকে জন ডিগলে স্থির করেছে, সে মনিবের কথামত কাজই করবে তাতে 'যা ঘটার ঘটুক'। সুতরাং সে আশংকা করেছিল যে একটা কিছু ঘটতে পারে ; কিন্তু মনিবের হুকুম তো তাকে মানতেই হবে, যদিও সে হুকুম তাকে অবাক করেছে, এমন কি দুঃখিতও করেছে।

"তাকে এই আসন্ন বিপদের মুখে ছেড়ে দিয়ে এবার আমি সলি লসনের দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছি এবং যে সব তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তার ভিত্তিতেই তার চরিত্রের একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করছি। এই বর্ণ-শংকর যুবকটি পাশবিক আবেগের বশীভূত ; সে আবেগ উচ্ছৃংখল, কিন্তু অন্যের অপকারক নয়। সে অকর্মা, ইন্দ্রিয়াসক্ত, অলস ও বদমেজাজী ; কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, কিছুটা ঠোঁট-কাটাও ছিল, আর মনিবের প্রতি তার মনোভাব ছিল স্থির, অবিচল ও বিশ্বস্ত। সলি যদি আজ হেনরি স্ল্যানিংয়ের আখ চুরি করে তো কাল আবার তার জন্য মরতেও পারে। অনেক নিগ্রো ও বর্ণ-শংকর মানুষের মনের এই কুকুরসুলভ বিশ্বস্ততা ও অনুরাগ যুবক লসনের প্রকৃতিরও একটা অংশ। দুই মনিবের প্রতি তার এই মনোভাবের কথা সে তার মাকে হাজারবার বলেছে।

"তাহলে এই ত্রি-মৃত্যুর এটিই হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ আর তার চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে সুপ্রকাশ। সে যদি স্বতন্ত্র মানুষ হত ; ডিগলে যদি স্বতন্ত্র হত ; হেনরি স্ল্যানিং যদি স্বতন্ত্র হত, তাহলে তিনটি মৃত্যুর ঘটনাকে আমি যে ভাবে সাজিয়েছি সেটা সম্ভব হত না ; কিন্তু এসবই গড়ে উঠেছে একটিমাত্র ভিত্তির উপরে—চরিত্রের ভিত্তি ; আর আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এটাকেই আমি যথেষ্ট বলে মনে করি।

"হেনরি স্ল্যানিংই সমগ্র ঘটনা-পরম্পরার জন্য দায়ী। একটা বিশেষ কাজের পরিকল্পনা সে করেছিল এবং সেটাকে কার্যে পরিণত করার বিস্তারিত ব্যবস্থাও করেছিল ; কিন্তু তার পরিকল্পনা-মাফিক কাজটি যখন যথাসময়ে সম্পাদিত হল, তখন আকস্মিকভাবে সেটাই হয়ে দাঁড়াল তার হিসাব-বহির্ভূত আরও কিছু ঘটনার পূর্ব-সূচনা—আর সেই ঘটনাগুলিই মারাত্মক হয়ে উঠল এই নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনেতার জীবনে।

"এখানেই আমি পৌঁছে গেছি আমাদের রহস্যের একেবারে দোরগোড়ায়।"

"সারা বাড়ি যখন ঘুমে অচেতন তখন হেনরি স্ল্যানিং বিছানা থেকে উঠে আখ-ক্ষেতের দিকে হাঁটতে লাগল। গন্তব্য স্থান হিসাবে বেছে নিল ঠিক সেই জায়গাটা যেখানে জন ডিগলে বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্ল্যানিং সেখানে গেল নিজের মৃত্যুর সংকল্প নিয়েই। সে মরতেই চায়, কিন্তু নিজের হাতে নয়। এটাও তার চরিত্রেরই একটা দিক : সে মৃত্যু চায়, কিন্তু নিজের হাতে সেটা ঘটাতে পারে না। অবশ্য সেই ইচ্ছাই তার ছিল ; সেজন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাও সে করেছিল ; তার মৃতদেহের পাশে যে রিভলবারটা পাওয়া গিয়েছিল সেটার বরাত সে পাঠিয়েছিল মেসার্স ফরেস্ট, নিউ বণ্ড স্ট্রীট, লণ্ডনের কাছে। তার বিরাট আশা-ভঙ্গের এক সপ্তাহ পরেই সে রিভলবারটির জন্য চিঠি লিখেছিল এবং যথাসময়ে একশ' কার্তুজের একটা বাক্স সমেত সেটা হাতে পেয়েছিল। কিন্তু

www.BanglaBook.org

সেটা সে ব্যবহার করতে পারে নি। এক মুহূর্তের জন্য সেটাকে ব্যবহার করার স্বপ্ন সে দেখেছিল, যখন প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় সে জ্বলছিল। চরিত্রের একটি ভ্রান্তিবশতই সে অস্ত্রটি পাঠাতে লিখেছিল, কিন্তু সেটা তার হাতে এসে পেঁছবার অনেক আগেই সে তার স্বীয় স্বভাবে ফিরে যায় এবং অস্ত্রটা ব্যবহার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

"তাহলে সে অস্ত্রটাকে ফাঁকা অবস্থায় আখের ক্ষেতে নিয়ে গিয়েছিল কেন? জন ডিগলে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। সে বেরিয়েছিল পায়জামা, একটা আলপাকার জ্যাকেট ও বড় খড়ের টুপি পরে, নিগ্রোরা যেরকম পোশাক পরে। এই পোশাকে, এ রকম জায়গায়, এত রাতে স্বভাবতই তাকে একজন সাধারণ ডাকাত বলেই মনে করা হবে; আর যেহেতু সে ডিগলেকে আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছিল যে সেরকম কিছু ঘটলে সে যেন তার কর্তব্য পালনে দ্বিধা না করে, এবং তার এ বিশ্বাস ছিল যে ডিগলে তার হুকুমমত কাজই করবে। রিভলবারটা ছিল ডিগলেকে উস্কে দেবার একটা ওজুহাত মাত্র; তাকে উত্তেজিত করে তোলার এবং দ্বিধার শেষ চিহ্নটুকুও তার মন থেকে মুছে দেবার একটা উপায়-স্বরূপ। ডিগলে নিশ্চয় হাঁক দিয়ে তাকে থামতে বলবে, আর যদি কোন জবাব না পায় বা ডাকাত যদি ধরা না দেয়, তাহলেই সে গুলি করবে। সেক্ষেত্রে চোরও যদি তাকে মৃত্যুর ভয় দেখায় তাহলে আরও কত বেশী নিশ্চিতরূপে এবং স্বীয় লক্ষ্যে কত বেশী সঠিকভাবেই না সে তার বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়বে!

"তিনজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয় আখ-ক্ষেতের খানিকটা খোলা জায়গায় যেখানে আখ-কাটার কাজ চলছিল; জায়গাটার নক্সায় দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা তার ভিতর দিয়েই দূরের পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। সেই খোলা জায়গায় গিয়েই হেনরি স্ল্যানিং একটা ছোট টাঙ্গি দিয়ে আখ কাটতে শুরু করে। সে জানত, রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে আখ কাটার শব্দ অচিরেই ডিগলে-এর কানে যাবে; তাই গিয়েছিল। পাহারাদার তখন দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয়। আর ঘটনাচক্রে সলি লসন আখ-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে সোজা পথে বাড়ি ফিরতে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরেই সেখানে হাজির হয়।

"তারপর যা ঘটল সেটা আমরা সলি লসনের চোখের মারফৎই বর্ণনা করতে পারি।

"সে দেখতে পায়, ডিগলে-এর কাজে আপত্তি জানিয়ে একটি লোক তার সম্মুখে লাফিয়ে পড়ে। মাথাটা নীচু করে ডাকাত এগিয়ে যায় এবং ডিগলে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলায় সে একটা রিভলবার তুলে পাহারাদারকে নিশানা করে। চাঁদের আলোয় ইস্পাতের অস্ত্রটা ঝলসে ওঠে, আর ডিগলে চেষ্টা করে তার আগেই নিজের বন্দুক থেকে গুলি করতে। সে গুলি করে এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিটি মাটিতে পড়ে যায়। সলি দেখতে পায়, ডিগলে বন্দুকটা ফেলে সামনে ছুটে গেল, কিন্তু সে আরও কিছু দেখতে পেল। হেনরি স্ল্যানিং চিৎ হয়ে পড়ে আছে, গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে; মাথার টুপিটা খুলে পড়েছে, চাঁদের আলোয় তাকে স্পষ্ট চিনতে পারা যাচ্ছে। মৃত মানুষটি অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে যে পরিকল্পনা করেছিল, যা কিছু ব্যবস্থা করেছিল, সে সবই ঘটল সলি লসনের চোখের সামনে; কিন্তু যুবক লসনের সেখানে এসে উপস্থিত হওয়াটাই তার পক্ষে এবং ডিগলে-এর

www.BanglaBook.org

পক্ষে হল মারাত্মক।

"সে দেখতে পেল তার চোখের সামনে তার প্রিয় মনিব খুন হয়েছে ; সেই ভয়ংকর দৃশ্য সেই মুহূর্তেই তার মনে জাগিয়ে তুলল প্রতিশোধের বাসনা। হয়তো মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করলেই তারা দুজনই বেঁচে যেত, কিন্তু ইতস্তত করাটা তার স্বভাবেই নেই। সে দেখতে পেল, খুনী লোকটা মৃত ব্যক্তির দিকেই ছুটে গেল, একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, সে বুঝি পাগল হয়ে গেল, একটি সেকেণ্ডও বিলম্ব না করে ডিগল্-এর বন্দুকটাই তুলে নিল, হয়তো তীব্র ঘৃণায় কিছু কর্কশ কথা তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল, পাহারাদারের নতজানু দেহটাকে লক্ষ্য করে সে বন্দুকের দ্বিতীয় নল থেকে গুলি করল। তারপরই বন্দুকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে দেখতে পায় সে জন ডিগলকেই খুন করেছে। তখন সে সকলকে জানাবার জন্য সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়, ডিগল্-এর মৃতদেহটা পড়ে থাকে তার মনিবের মৃতদেহেরই উপরে—দুটি রক্তের ধারা একসঙ্গে মিশে বইতে থাকে।

"কিন্তু সলির গতি ক্রমেই শ্লথতর হয়ে এল, তার উত্তেজনা স্তিমিত হল। যে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল সেটা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, সে বুঝতে পারল কি কাণ্ড সে করে বসেছে। এটা কি কোন দুঃস্বপ্ন যা এখনই ভেঙ্গে যাবে, এটা কি সত্যি যে তার মনিব ও ডিগল্ দুজনই ক্ষেতের মধ্যে মরে পড়ে আছে, আর সে নিজেও একজন হত্যাকারী? নিজের অবস্থাটা সে বুঝতে শুরু করে। কোন মানুষ বিশ্বাস করবে যে জন ডিগল্ হেনরি স্ল্যানিংকে খুন করেছে? সেটাকে তো প্রমাণ করতে হবে। সলির বাজে কথায় কে কান দেবে?"

তখন সলি লসনের যা মনের অবস্থা তার সঠিক ছবি হয় তো আঁকতে পারে একজন শিল্পী, একজন গোয়েন্দা কর্মচারীর পক্ষে সেটা সাধ্যের অতীত। সে যদি বাড়ি ফিরে তার মার সঙ্গে পরামর্শ করত, তাহলে হয় তো তার মনের উপর কিছুটা আলোকপাত হত ; কিন্তু সে কাজ সে করে নি। তার চিন্তার জগৎ ক্রমেই অন্ধকারে ঢেকে যেতে লাগল, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সে ক্রমেই নিরাশ হয়ে পড়ল।"

অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন মানুষ, অথবা একজন অপরাধপ্রবণ মানুষ, হয় তো নিজের মুখ বন্ধ করে নিজের পথে চলে যেত ; তার দুষ্কর্মটা গোপনই থেকে যেত, কেউ কোনদিন এই অপকর্মের সঙ্গে তাকে জড়াতেই পারত না ; কিন্তু এই মানুষটা মূর্খ ও আবেগপ্রবণ হলেও একজন দুষ্কৃতি নয়। আমার ধারণা, ঘটনার চাপ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে এই সিদ্ধান্তেই এসেছিল যে আগে হোক পরে হোক এই যুগল খুনের অভিযোগে সে দোষী সাব্যস্ত হবেই। সে ক্ষেত্রে তার নিজের অতীতও তার বিরুদ্ধেই যাবে, আর তার হয়ে কথা বলারও কেউ নেই। আগের রাতেই সে ব্রীজটাউন ছেড়ে পায়ে হেঁটে ভোরের দিকে বাড়ি পৌঁচেছিল ; সেখানে শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল যে সে নিজের চোখে দেখেছে জন ডিগল্ হেনরি স্ল্যানিংকে গুলি করেছে এবং নিজের হাতে সে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। এ সব অর্থহীন কথা তো তার নিজের বিরুদ্ধেই যাবে।"

www.BanglaBook.org

আমার মতে সলি লসনের উপর এই সব চিন্তা-ভাবনার ফল কি হতে পারে সেটা নিশ্চিতভাবেই বলে দেওয়া যায়। ভোরের দিকে হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ে সে বুঝতে পারে, তার সম্মুখে যে ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে তাতে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই তার পক্ষে ভাল। ততক্ষণে সে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের দিকেই এগিয়ে চলেছে, কারণ নিজের অজান্তেই সে তার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। তার নীচেই সমুদ্রে, মাত্র কয়েক মিনিটের যন্ত্রণাতেই সব কিছুর অবসান হবে। নিজের কানে মানুষের ধিক্কার-ধ্বনি শুনতে শুনতে ফাঁসির দড়িতে মরার চাইতে এ মৃত্যু অনেক শ্রেয়।"

"মনের আবেগই আবার তার কর্ম-পন্থা স্থির করে দেয়। আশার একটি রেখাও দেখতে না পেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার বাসনা জেগে ওঠে তার মনে। দেহে ও মনে দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে সে তার নিয়তির পথে পা বাড়ায়, পৃথিবীর বুক থেকে নিজেকে চিরদিনের মত মুছে ফেলতে চায়, এমন কোন সূত্রই সে রেখে যাবে না যা দিয়ে আখের ক্ষেতের মৃতদের সঙ্গে তাকে কেউ কখনও জড়িয়ে ফেলতে পারে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সে হারিয়ে যাবে, সেখানে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।"

"সেইমত কাজও সলি করল; পরিকল্পনামতই সে যদি সমুদ্রের জলেই পড়ত, তাহলে মানুষকে আর কোন দিনই এই ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা খুঁজতে হত না; কিন্তু সে পড়ল পাহাড়ের একটা বের-করা খাঁজের উপর, তার দেহটাও পাওয়া গেল এবং আমার বিশ্বাস গোপন কথাটাও প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং একটা বৃহত্তর রহস্যের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ল।"

"আমার মতে এটাই হল ঘটনা; যদি কেউ তর্ক তোলেন যে এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের ছায়ামাত্রও নেই, তাহলে সেটা আমি মেনে নিচ্ছি। স্বীকার করছি যে আমি উপস্থিত করেছি ঘটনাপরম্পরায় একটা অভিমত মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে এর চাইতে বেশী কিছু করা অসম্ভব। কিন্তু আমি আবার বলছি, যে অভিমত এখানে রেখেছি সেটা চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন কর্মের এর চাইতে নিশ্চিততর ভিত্তি আবিষ্কৃত হয় নি; আর যেহেতু একই পরিস্থিতি তিনটি মানুষই একেবারে ভবিষ্যৎবাণীর মতই কাজ করেছে, সেই কারণে তাদের মৃত্যুর অন্য কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া খুবই কঠিন, আর আমার পক্ষে তো অসম্ভব।"

"এম দুভীন।"

* * *

শুধু একটা কথা বলার আছে। অনেকেই দুভীনের সিদ্ধান্তকে মেনে নিল, আবার নেকে মানল না, দুভীন আগেই বলেছিলেন তাদের মধ্যে একজন আমোস স্ল্যানিং। সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজবাসীর মতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর এই ব্যাখ্যা নেহাৎই অসার মরীচিকা; যদিও বারবাডোজের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি স্পষ্ট জেনেছি যে হেনরি স্ল্যানিংয়ের অধিকাংশ বন্ধু ও পরিচিত জন বিশ্বাস করে যে ব্যাপারটা ঠিক এইভাবেই ঘটেছিল। প্রথমে তারাও প্রতিবাদ করেছিল; কিন্তু এই চরিত্র-বিশ্লেষণের

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা যখন পুরনো হয়ে কিছুটা ধাতস্থ হল তখনই তারা এটা বিশ্বাস করল। বস্তুত তাতে এই সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতাটি বাড়ল বই কমল না।

আর মাইকেল দুভীনের মনে তো তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহও রইল না। যে মোটা পারিশ্রমিকটা তাকে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল সেটা তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ সেটা এসেছিল এমন একজন মক্কেলের কাছ থেকে যে তার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারে নি। তবু এই ব্যাপারটিকে তিনি তার নির্ভেজাল বিশ্লেষণাত্মক অবদানগুলির অন্যতম বলে মনে করেন।

তিনি প্রায়ই বলেন, "অন্য সব সম্ভাব্য পথ যখন মৃত্যুতে অবরুদ্ধ হয়ে যায় তখন চরিত্রের পথ ধরেই কেমন করে একটা কাজের উদ্দেশ্য বা 'মোটিভ'-কে উদ্ঘাটন করা যায় এটা তারই একটা দৃষ্টান্ত। আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি, চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী হলে অনেক ক্ষেত্রেই আমি পারিপার্শ্বিক ঘটনার অত্যন্ত উজ্জ্বল সাক্ষ্য-প্রমাণকেও সন্দেহ করে থাকি। এটাকে আমি একটা সাধারণ নীতি হিসাবেই মেনে চলি যে, একটি মানুষের অতীত চরিত্র যদি আমার জানা থাকে, যদি জানা থাকে কোন্ শক্তি তার কাজকর্মকে আগাগোড়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আনা কোন অভিযোগ যদি প্রকাশ্যে তার অতীত চরিত্রের বলিষ্ঠ প্রমাণের বিরোধিতা করে সেক্ষেত্রে আমি নিঃসংশয়ে সেই অভিযোগ সম্পর্কে সন্দিহান হব এবং যে সব কাজকর্ম তাকে সমর্থন করে তাকেই বিচারের যোগ্য বলে গ্রহণ করব।"

BanglaBook.org